TH- 320103
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

জন্ম ১০ সেপ্টেম্বর
১৯২২

সৈয়দ মুজতবা আলী

মৃত্যু ১০ অক্টোবর
১৯৭১

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ পঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

Ex, R81 - 878

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম, এ পাঠ্যক্রম

শিক্ষাবর্ষ ১৯৮২ - ৮৩

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী

TH- 320103
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

উপস্থাপনায়

শামীম আরা খান

শ্রেণী রোল নং - ৪ঠা ১৮-৭৯

পরীক্ষা রোল নং -

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৩ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম, এ, পরীক্ষার অত্যাবশ্যকীয় আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপিত গবেষণা পত্র ।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩০শে জুন, ১৯৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী

তত্ত্বাবধায়ক

৮.২.৮৬

(এস,এম, মান্নান)

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

TH- 320103
THESES
DHAKA UNIVERSITY LIBRARY

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

গুরুসদয় বিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয়

সকল শিক্ষক - শিক্ষয়িত্রীদের

উদ্দেশ্যে ।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

" সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ পঞ্জী"তে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর সমস্তাব্য লেখা বই ও প্রকাশনা এবং তাঁর সম্পর্কে লিখিত বই ও প্রকাশনা গুলি সন্নিবেশিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে এই কাজ সহজ বলে মনে হয়। মূলতঃ এই গবেষণা পত্রটি তৈরী করতে আমাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন ও অনেক কষ্ট সাধন করতে হয়েছে। কারণ তাঁর প্রকাশনা গুলির জন্য বাংলা পত্র পত্রিকা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এইগুলি সম্পূর্ণ রূপে তেমন আগ্রহের সাথে কোন গ্রন্থাগারেই সংগৃহিত করা হয়নি বললেই চলে। তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, সাবেক বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, বাংলা একাডেমী ও অন্যান্য গ্রন্থাগারের সহায়তায় এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি।

নাসীম আরা খান

(নাসীম আরা খান)

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা পত্র (DISSERTATION) সহায়তা ভিন্ন তৈরী করা সম্ভব নয়। সাহায্য, সহযোগীতা, যোগাযোগ এবং উদ্দেশ্য ছাড়া কৃতকার্যতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই এই জীবনী সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী রচনার ব্যাপারে যারা আমাকে সাহায্য ও সহযোগীতা দান করেছেন, তাদের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রথমতঃ আমি আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক এস,এম, মান্নান, প্রভাষক গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারন তিনি আমাকে প্রথম সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর মতো একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক কে নিয়ে " সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী " শিরোনামে গবেষণা পত্র তৈরী করার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে শিরোনাম শিরোনাম নির্ধারন করা থেকে টাইপ করার পূর্ব পর্যন্ত গবেষণা পত্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করেছেন এবং তাঁর অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার এই গবেষণা পত্রের বিভিন্ন ভুল ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। তার এই আন্তরিক এবং অকৃত্রিম সহযোগীতার জন্য আমি একান্ত ভাবে কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয়তঃ আমি আমার বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান জনাবা আফিফা রহমান এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কারন তিনি আমাকে প্রথম নির্দিষ্ট শিরোনামে "গবেষণা পত্র" টি তৈরী করার জন্য বিভিন্ন ভাবে সহযোগীতা করেছেন। তাছাড়া বিভাগীয় অন্যান্য সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের কাছে তাদের আন্তরিক সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিভাগীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ব্যতিরেকে আরো যাদের কাছে আমি সাহায্য ও সহযোগীতা পেয়েছি তাদের মধ্যে একজন হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও আলোচিত সাহিত্যিক সৈয়দ আবুল মাকসুদ, যিনি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর উপর বিশ্লেষণ ধর্মী " সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবন ও সাহিত্য" নামে দুই খন্ডে দুইটি বইয়ের রচয়িতা। তাঁর কাছে আমি আন্তরিক ভাবে ঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক আমাকে বিভিন্ন পুস্তক ও পত্র পত্রিকার সন্ধান দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। পরিশেষে "গবেষণা পত্র" টি পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য টাইপিষ্ট -----হোসনে আরা বেগম------ এর কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শামীম আরা খান

(শামীম আরা খান)

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	IV.
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	I2/.
সূচীপত্র	IV.
ভূমিকা	N.
প্রথম পরিচ্ছেদ	
জন্ম	১
পারিবারিক পরিচিতি	১
শৈশব	৩
কৈশোর	৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	
শিক্ষা জীবন	৫
কর্মজীবন	[illegible]
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	১১
ইংরেজী প্রীতি	১৭
ব্যতিক্রম ধর্মী লেখক	১৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	
সাহিত্য জীবন	১৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	
তাঁর লেখা উপন্যাস এবং এর আলোচনা	২০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	
ছোট গল্প আলোচনা	৩০
নাটক	৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সপ্তম পরিচ্ছেদ	
সাহিত্য পুরস্কার	৩৭
অষ্টম পরিচ্ছেদ	
রাষ্ট্রনৈতিক সচেতনতা	৩৮
নবম পরিচ্ছেদ	
মৃত্যু	৪০
দশম পরিচ্ছেদ	
অবদান	৪২
একাদশ পরিচ্ছেদ	
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবনের ঘটনাপঞ্জী	৪৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	
তাঁর সম্পর্কে লেখা বই ও প্রকাশনা	৪৭
পত্র পত্রিকায় লেখা তাঁর প্রকাশনা	৪৮
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর লিখিত গ্রন্থাবলী	৫৩
অনুবাদ	৫৬
অগ্রন্থিত	৫৬
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	
উপসংহার	৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	
পরিশিষ্ট :	
কবিতা	৫৮
পত্রাবলী	৬২
মরনোত্তর সার্টিফিকেট	৬৫
বিয়ের কাবিননামা	৬৬
ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ	
গ্রন্থপঞ্জী	৬৭
নির্ঘন্ট	৬৮

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

"গবেষণা পত্র" উন্নতমান গবেষণা ও চর্চার জন্য বর্তমানে সীমাহীন ভূমিকা পালন করছে। আমি এই গবেষণা পত্রে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ পঞ্জী ঐ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর আংশিক পরিপূরক হিসাবে উপস্থাপন করেছি।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ একজন ব্যতিক্রমধর্মী সাহিত্য প্রতিভা ছিলেন। ছোট গল্পকার। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও সমালোচক হিসাবে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল আকর্ষনীয়। তাঁর অন্তর্মুখী স্বভাব নাজুক ও স্বল্পবাক প্রকৃতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মার্জিত রুচি, পঠন পাঠনে ব্যাপ্তি প্রভৃতির পরিচয় ছিল খুবই স্পষ্ট।

আজন্ম স্থির ও স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করেন নি তিনি। যাযাবরের মতো প্রথমে পিতার কর্মস্থলে পরে নিজের কর্মস্থলে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তথাপি তার সমস্ত সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল মাতৃভূমি। সমাজ জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তার একটি নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যে দৃষ্টি ভঙ্গির কম বেশী প্রতিফলন তার সব লেখার মধ্যেই পড়েছে।

তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তিনি স্ব সমাজ ও স্ব শ্রেনীর অসংগতিকে সমালোচনা করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। এবং সে কারনেই অভিজাত সমাজের গ্লানির বাস্তব চিত্র তা কুৎসিত হওয়া সত্ত্বেও চিত্রায়িত করতে কুন্ঠা বোধ করেন নি। সুতরাং তিনি প্রগতিবাদী।

ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান, রুশ, চেক, জাপানী, হিন্দি, উর্দু সহ বিশ্বের বিশটি ভাষায় অনুদিত হয়েছে যার রচনাবলী সেই সাহিত্য প্রতিনিধি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ অবহেলিত রয়েছেন স্বদেশে। অনালোচিত রয়েছেন দীর্ঘকাল। কয়েকজন আলোচক তার উপর শুধুমাত্র অস্তিত্ববাদী শিল্পির শীলমোহর এঁটে লেখক হিসাবে তার অসামান্য প্রগতিশীল ভূমিকাকে উপেক্ষা করে গেছেন। সম্প্রতি সে ধরনের সমালোচনার বলয় থেকে মুক্ত করে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সৈয়দ আবুল মাকসুদ "সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবন ও সাহিত্য নামে দুটি পুস্তক রচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কোন অনন্য সাধারণ মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ছাড়া তার জীবন ও কর্মের বিচার সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে কারণেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁর লেখা সম্ভাব্য বই ও প্রকাশনাগুলি সন্নিবেশিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু যত্নের অভাবে তাঁর কিছু লেখা বিলীন হয়ে গিয়েছে। তাঁর লেখা সংগ্রহের জন্য আমি তাঁর অনেক বন্ধু শুভানুধ্যায়ী লোকের কাছে গিয়েছি। কিন্তু তারাও পূর্ণ সাহায্য করতে পারেন নি।

আমি ঢাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এর বই ও পত্র পত্রিকা এবং তাঁর আত্মীয় স্বজন থেকে তাঁর জীবনী ও প্রকাশনা গুলি সংগ্রহ করেছি।

এই "জীবনী সম্বলিত গ্রন্থ পঞ্জী" পড়ে ভবিষ্যৎ পাঠকেরা এবং গবেষকগণ " সাহিত্যিক, নাট্যকার, সমালোচক সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর" জীবনী ও রচনা সম্পর্কে কিছুটা হলেও জানতে পারবেন। আর সেই লক্ষ্যে তৈরী আমার এই গবেষণা পত্রটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

শামীম আরা খান

(শামীম আরা খান)

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ-(১৯২২-১৯৭১)

জন্ম :- সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ১৯২২ সালে ১০ ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জেলার ষোলশহরের এক অভিজাত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন ।

পারিবারিক পরিচিতি :- সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ যে পরিবারে জন্মগ্রহন করেন তা ছিল পূর্ব বাংলার উচ্চ শিক্ষিত এবং বনেদী মুসলমান পরিবারের একটি, তাঁর মাতৃ এবং পিতৃ উভয় কুলই ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ঐশ্বর্যমন্ডিত । তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ এবং মাতার নাম নাসিম আরা খাতুন ওরফে নাসিমা । তাঁর মাতা ছিলেন চট্টগ্রামের অন্যতম সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে । পিতা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ফেব্রুয়ারী ১০,১৮৯০- জুন ২৬,১৯৪৫) ছিলেন বৃটিশ যুগের একজন উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সৎ, সরল ও স্পষ্ট ভাষী । তিনি ছিলেন নোয়াখালী জেলার বাশিন্দা। তিনি ১৯১২ সালে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই,এ পাশ করেন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৭ সালে ইংরেজীতে এম, পাশ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন । তিনি অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন মহকুমায় এস,ডি ও হিসেবে কাজ করেন । ১৯৪৪ সালে তিনি বর্ধমানের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং পরের বছর একই পদে ময়মনসিংহে বদলী হন । ময়মনসিংহ জেলায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এ,ডি,এম) থাকা কালে তিনি অসুস্থ্য হোয়ে পড়ায় চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যান এবং সেখানে মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেন ১৯৪৫ সালে । সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ অতি অল্প বয়সে মাতৃহীন হন । তিনি তাঁর বড় মামা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম) র কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশী স্নেহ-মমতা ও সাহিত্য চর্চার জন্য সবরকম সাহায্য ও অনুপ্রেরনা পেয়েছেন । খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম ছিলেন এম,এ, বি,এল একজন অবসর প্রাপ্ত জেলা জর্জ এবং প্রাপ্ত আইন সচিব । সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সহ-সভাপতি ।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর সহোদর ভাই সৈয়দ নসরুল্লাহ (এপ্রিল ১,১৯১৯) ছিলেন খুব উচ্চ শিক্ষিত । তিনি এম,এ, বি,এল পাশ করে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পদের চাকরী থেকে অবসর গ্রহন করেছেন । বর্তমানে তিনি কানাডায় থাকেন ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর মাতার মৃত্যুর পর পিতা পুনরায় বিয়ে করেন (১৯৩২) টাঙ্গাইলের করোটিয়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর বৈমাত্রেয় দুই ভাই ও তিন বোন। তাদের সংগে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি বিদেশে থেকেও তাদেরকে চিঠি পত্রের মাধ্যমে খোঁজ খবর নিতেন এবং যোগাযোগ রাখতেন।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর পূর্ব পুরুষ বিশেষ করে মাতৃকুলের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সাহিত্য সাধক ও সাহিত্যামোদী, এছাড়াও তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনদের প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চ সরকারী চাকরীতে নিয়োজিত। উল্লেখ্য যে, তাঁর মামী রাহাত আরা খান ছিলেন খ্যাত নামা উর্দু লেখিকা।

১৯৫৫ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি বিয়ে করেছেন একজন বিদেশীনীকে। তিনিও বিদুষী। তাঁর স্ত্রী ফরাসিনী, নাম অ্যান-মারি দুই রোজিতা মার্সেল খিবো। তাদের বিয়ে হয় করাচীতে। বিয়ের আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন এবং নাম রাখেন আজিজা মোছাম্মৎ নাসরিন। তাদের বিয়ের দেন মোহর পাঁচ হাজার টাকা। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর দুই সন্তান। একজন ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলের নাম ইরাজ (Iraj) এবং মেয়ের নাম সিমিন (Simin) বর্তমানে তারা প্যারিসে আছে।

Dhaka University Institutional Repository

শৈশব :- সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর শৈশব ছিল বেদনাময় । মাত্র আট বছর বয়সে তিনি মাতৃহীন হন । মাতৃহীন একটি বালকের চিত্র সূক্ষ্ম বেদনার চিত্র তিনি তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন । মাতৃহীনতার বেদনা তিনি আশৈশব থেকেই বুকে লালন করে এসেছেন ।

মা মারা যাবার পর তিনি তাঁর পিতার কাছেই থাকেন । পিতার বিভিন্ন কর্মস্থলে তিনি পড়ালেখা করেন । ছোট বেলায় চিত্র শিল্পের প্রতিই ছিল তাঁর অধিক মনোযোগ । শৈশবকাল থেকেই তিনি ছিলেন অসামান্য মেধাবী । তিনি একযোগে সাহিত্য চর্চা ও চিত্র শিল্পের সাধনা চালিয়ে যেতেন । পরে অবশ্য তিনি এক দিকেই ঝুঁকে পড়েন । তিনি সাহিত্য চর্চা না করে যদি চিত্র শিল্পের সাধনা করতেন তাহলে বড় একজন চিত্রী হতে পারতেন । সাহিত্যের মতো চিত্র শিল্পের এই পাশাপাশির প্রতি ও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ শৈশব কাল থেকেই যে ছিল তা তাঁর এক স্কুল সহপাঠী এ,কে নাজমুল করিম সাহেবের ভাষায় তার প্রমান পাওয়া যায় :

" বস্তুতঃ বাল্যকাল থেকেই সে চিত্র শিল্পে উৎসাহী । ফেণী স্কুলে তাঁর সম্পাদিত হাতের লেখা ম্যাগাজিন "ভোরের আলো" কে সে তার সব অন্তর দিয়ে সাজিয়ে তুলতো – অঙ্গ-সজ্জা, লেখার পরিচ্ছন্নতা সবকিছুতেই তার সূক্ষ্ম শিল্পী মনের স্বাভাবিক প্রকাশ । মনে পড়ে ওয়ালী উল্লাহ এঁকে এঁকে স্কুলের রাফ খাতা ভরে তুলতো। তিনি বলেন, যখনই ওয়ালী উল্লাহর বাড়ীতে যেতাম তখনই একটানা এক টা ছবি এঁকে এনে সামনে তুলে ধরতো । অত অল্প বয়সে ওয়ালী উল্লাহ সাহিত্যিক হিসাবে নাম না কিনে ফেললে হয়তোবা তার ব্যক্তিত্বে একটি অনন্য চিত্র শিল্পীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতো" । *

তিনি শৈশবকাল থেকেই খুব স্বল্পভাষী শান্ত স্বভাবের এবং ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন । আর সেই কারনেই কারো সংগেই দহরম মহরমের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি । তবে অনেকের সংগেই যোগাযোগ ও যোগসূত্র দীর্ঘদিন অক্ষুন্ন ও অবিচ্ছিন্ন ছিল । মৃদু ছিল তাঁর কন্ঠস্বর কিন্তু ছিলেন তিনি মেধাবী, শান্ত ছিলেন তিনি কিন্তু ছিলেন অসামান্য পন্ডিত ।

---

* এ,কে, নাজমুল করিম, দৈনিক বাংলা, ১০ই কার্তিক ১৩৭৮ ।

Dhaka University Institutional Repository

কৈশোর :- কৈশোর কাল থেকেই সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ছিলেন জিজ্ঞাসু ও সংস্কৃতি মনস্ক অধিকারী। তিনি লেখাপড়ার চেয়ে শিল্প সাহিত্য নিয়েই বেশী মেতে থাকতেন। ১৯৩৯ সালে মানিক গঞ্জ স্কুলে পড়াকালীন সময়ে সেখানে যে এক স্থানীয় চিত্রপ্রদর্শনী হয় তাতে তাঁর দুটি ছবি পুরস্কার পায়।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, কৈশোরে শিল্প সাহিত্যের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী তিনি যখনই যেটুকু সময় পেতেন তখনই বসে যেতেন রংতুলি নিয়ে ছবি আঁকার কাজে। তিনি যেন সে সময় এইকাজ করেই আনন্দ পেতেন বেশী। তাছাড়া তখন থেকেই একটু আধটু লেখার অভ্যাস ও গড়ে তোলেন। এবং পরবর্তী কালে তা তাঁকে একজন বড় ও মহান সাহিত্যিকে পরিনত করে।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সম্পাদিত "ভোরের আলো" নামে যে পত্রিকাটি বের হয় তাঁর কৈশোর কালেই। তখনই তিনি তাঁর মন প্রান দিয়ে পত্রিকাটিকে অঙ্গ সজ্জায় সজ্জিত করেছিলেন। কাজেই দেখা যায় যে তিনি এবং তাঁর যে অনন্য প্রতিভা ছিল তার ছাপ তাঁর কৈশোর কাল থেকেই পাওয়া যায়। তিনি সব সময় শান্ত ও মৃদুভাষী স্বভাবের লোক ছিলেন গোড়া থেকেই।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষা জীবন :- সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর পিতার বিভিন্ন কর্মস্থলে মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ফেণী, ঢাকা, কুড়িগ্রাম, চিনসুরা, হুগলী, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গায় পড়াশোনা করেন। চট্টগ্রাম জেলা স্কুলেও তিনি কিছুকাল পড়াশোনা করেন।

১৯৩৬ সালে তিনি ফেণী হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যায়নকালে সেখানে "হাউস সিস্টেম চালু হয়। তাঁর এক স্কুল সহপাঠির ভাষায়, সে যে বার দশ জন থেকে আলাদা একথা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে পড়তো। হাউস সিস্টেম চালু হওয়ার পর থেকে আমরা প্রস্তাব করলাম যে, খেলাধুলার সাথে সাথে প্রত্যেক হাউস থেকে এক একটি হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের করা হোক। ওয়ালী উল্লাহ হলো হাউসের ম্যাগাজিন সম্পাদক। ওয়ালী উল্লাহ নিজ হাউসের পত্রিকার নাম সাধ করে রাখলো "ভোরের আলো"।

সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করে তখন আমরা হিসেব করছি কে কোন ডিভিশনে পাশ করলাম এবং কে কটা লেটার পেলাম ইত্যাদি। ওদিকে ওয়ালী উল্লাহর দুঃখ যে, বাংলাতে পেতে পেতেও সে লেটারটা মিস্ করলো। *

তিনি যে একজন অনন্য প্রতিভা, জিজ্ঞাসু ও সাংস্কৃতিমুখী মনের অধিকারী তা তাঁর কৈশোর কাল থেকেই পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। থাকতেন হোস্টেলে। এই কলেজ জীবনে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহপাঠি এবং বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সৈয়দ নুরুদ্দিন, কম্যুনিষ্ট নেতা বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের প্রধান মোহাম্মদ তোয়াহা এবং কবি সানাউল হক। কবি সানাউল হক ছিলেন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর একনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁর পরিবারের সংগেও ছিল ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর সংগে তাঁর প্রথম পরিচয় ১৯৪০ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট হোস্টেলে (এখনকার ফজলুল হক হল) তিনি তাঁর বন্ধু সম্পর্কে বলেন -।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ দীর্ঘকাল বিদেশ বিভূয়ে অবস্থান সত্ত্বেও তাঁর মেজাজ মননে, বন্ধু নিষ্ঠায় তথা আত্মীয়াচারে তাঁর সামান্যতম ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি ছিলেন বাংলার মাটির মতো খাঁটি যার পেলবতায় সিক্ত তাঁর মন ছিল চিরহরিৎ। **

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যখন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র, তখন ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম লেখা একটি গল্প "হঠাৎ আলোর ঝলকানি" প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র জীবনে প্রগতি লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তারপর ১৯৪১ সালে তিনি প্রথম বিভাগে আই,এ, পাশ করেন। আই,এ পাশ করার পর তিনি আবার তাঁর বাবার সাথে তাঁর কর্মস্থলে চলে যান। তখন তাঁর বাবা ছিলেন ময়মনসিংহ সদর দক্ষিনের মহকুমা প্রশাসক। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ এখানে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে বি,এ, ক্লাসে ভর্তি হন। এবং এখান থেকেই তিনি ১৯৪৩ সালে ডিস্টিংশন সহ বি,এ পাশ করেন। মাঝে তিনি কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজেও পড়েছিলেন। বি,এ পাশ করে তিনি কলকাতা যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ ক্লাসে অর্থনীতিতে ভর্তি হন। কিন্তু তারপর পড়াশোনা বেশী এগোয়নি। কারন ঐ সময় তাঁর পিতা মারা যান। (জুন-২৬,১৯২৫)। বৈমাত্রের ছোট ভাই বোনদের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। তিনি এবং তাঁর বড় ভাই সৈয়দ নসরুল্লাহ সাংসারিক দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন। তাছাড়া ঐ সময় তাঁর লেখা বিশেষ করে ছোট গল্প নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তিনি পুরোপুরি সাহিত্যের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন,।

---

* সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ : একটি অনন্য প্রতিভা- এ,কে,নাজমুল করিম, ইত্তেফাক,১৮ই অক্টোবর, ১৯৭১।

** সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ : তাঁর কথা -সানাউল হক, দৈনিক বাংলা ১০ই কার্তিক ১৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

কর্মজীবন :- ১৯৪৫ সালে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর প্রথম কর্মজীবন শুরু হয়। তিনি এসময় বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিক Statesman এ সহ সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। এটাই ছিল তাঁর প্রথম চাকরী।

১৯৪৫ সালে ২৬ শে জুন তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম,এ পড়েন। কিন্তু তারপর পড়াশোনা আর বেশীদূর এগোয়নি। কারন তাঁর লেখা বিশেষ করে ছোট গল্প নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছিল। এবং পুরোপুরি তিনি সাহিত্যের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন।

তিনি তার মামা খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলামের সহায়তায় কমরেড পাবলিশার্স নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা খোলেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তিনি "Contemporary" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেন। এই প্রকাশনা সংস্থা থেকেই W.H. Hunter এর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Indian Musalman" এর পুনর্মুদ্রিত করেন। ঐ সময় তিনি "Miscellany" নামে একটি সংকলনও সম্পাদনা করেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ ই আগষ্টের কিছুকাল পরে ওয়ালী উল্লাহ Statesman এর চাকরী ছেড়ে দিয়ে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হয়ে আসেন। তখন ঢাকা বেতারের বার্তা বিভাগ ছিল পুরনো ঢাকার নীমতলীতে।

তার পর ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে তিনি রেডিও পাকিস্তানের করাচী কেন্দ্রে বার্তা সম্পাদক হয়ে বদলী হন। করাচী থেকে তাঁকে ১৯৫১ সালের ৫ ই মে নয়াদিল্লীতে পাক দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারীর মর্যাদায় প্রেস এটাশী রূপে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ছিলেন ১৯৫২ সালের ২৬ শে অক্টোবর পর্যন্ত।

তারপর বদলী করা হয় একই পদে অষ্ট্রেলীয়ার সিডনীতে ২৭ শে অক্টোবরে। সেখানে তিনি প্রায় দুই বছর ছিলেন ১৯৫৪ সালের ১৪ ই অক্টোবর পর্যন্ত। অতঃপর অষ্ট্রেলিয়া থেকে তাঁকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং আন্তর্জাতিক তথ্য অফিসে তথ্য অফিসারের পদে নিয়োগ করা হয়। এখানে তিনি ছেড় বছর চাকরী করেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫৫ অষ্ট্রেলীয়াতেই তাঁর স্ত্রী অ্যান-মারির সংগে পরিচয় এবং হৃদয় বিনিময় হয়। অ্যান মারি তখন সেখানে ফরাসী দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। অ্যান মারি রইলেন সাগর পাড়ে অষ্ট্রেলীয়ায় আর ওয়ালী উল্লাহ এলেন ঢাকায়। ঢাকায় এসে তিনি যেন কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়েন। এই পোষ্টিং তাঁর একেবারেই পছন্দ হয়নি। এই সময় যতদিন তিনি ঢাকায় ছিলেন ততদিন তাঁর মন একটুও ভাল ছিলনা। তাঁর "বহিপীর" নাটকটি লেখা হয়েছিল সেই সময়। "বহিপীর" নাটকটির রচনা শুরু হয় অষ্ট্রেলিয়ায় এবং শেষ হয় ঢাকায়। ঐ সময় তিনি থাকতেন ঢাকার সার্কিট হাউসে। ঢাকার সার্কিট হাউসের নিঃসঙ্গ মুহূর্ত গুলো নিষ্ফলে যেতে দেননি কর্মিষ্ঠ ওয়ালী উল্লাহ। সে সময় তিনি একটি উপন্যাস লেখেন ইংরেজীতে।

ঢাকা থেকে তিনি আবার করাচী তথ্য মন্ত্রনালয়ে বদলী হয়ে যান। অ্যানমারিও অষ্ট্রেলিয়া থেকে করাচী চলে আসেন। ১৯৫৫ সালের ৩ রা অক্টোবরে তাদের বিয়ে হয়। এখানে অবশ্য তিনি বেশীদিন ছিলেন না। পরবর্তী বৎসর ১৯৫৬ সালের ২৮ শে জানুয়ারীতে তাঁকে জাকার্তায় দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক করে পাঠানো হয়। তিনি এখানে দেড় বছর এপদে নিয়োজিত ছিলেন। দেড় বছর এই চাকরী করার পর ১৯৫৭ সালে এই পদটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং তখন পাক সরকার তাঁকে দ্বিতীয় সেক্রেটারীর মর্যাদায় জাকার্তার পাক দূতাবাসে প্রেস এটাশী নিয়োগ করে। জাকার্তায় তিনি ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ছিলেন। প্রায় তিন বছর তিনি এখানে চাকরী করার পর ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসেই তিনি জাকার্তা থেকে করাচী বদলী হয়ে যান তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয়ে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি রূপে। তখন দেশে সামরিক আইন বিরাজমান ছিল।

তারপর ১৯৫৯ সালের ১৬ ই মে থেকে ১৮ ই অক্টোবর পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে লন্ডনে প্রেস এটাশী ছিলেন। লন্ডন থেকে তাঁকে বদলী করা হয় পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী 'বন' এর বাদ গোডেসবার্গে। সেখানে ফার্ষ্ট সেক্রেটারীর মর্যাদায় তাঁকে করা হয় প্রেস এটাশী। জার্মানীতে তিনি ছিলেন ১৯৫৬ সালের ১৯শে অক্টোবর থেকে ১৯৬১ সালের ৩০ শে মার্চ পর্যন্ত। এ সময় তিনি মাইনে পেতেন ৯০০/- টাকা।

১৯৬০ সালে ফেব্রুয়ারীতে প্রথম সেক্রেটারী রূপে পদোন্নতি হয়। ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিলে তিনি আবার বদলী হন প্যারিসে পাক দূতাবাসের প্রেস এটাশী হয়ে। এই একই পদে ১৯৬৭ -র ৮ই আগষ্ট পর্যন্ত তিনি প্যারিসে ফার্ষ্ট সেক্রেটারী হিসাবেই থাকেন। তিনি মাইনে পেতেন দেড় হাজার টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১ সালে তিনি শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে "বাংলা একাডেমী পুরস্কার" পান। তাঁর "লাল সালুর ফরাসী অনুবাদ প্যারিস থেকেই বের হয়।

দীর্ঘ দিন প্যারিসে থাকার পর তিনি আবার ১৯৬৭ র ৮ই আগষ্টে ইউনেস্কোতে "প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট" হিসাবে যোগদান করেন। P-5 grade এর এই চাকরীতে তিন বছরে পেতেন ১৫,২৮১ মার্কিন ডলার। ১৯৭০ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর ইউনেস্কোর চাকরীর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার পর তিনি আর পাক দূতাবাসে যোগদান করেননি। মার্চ মাসে তো বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

ইউনেস্কোর চাকরীটি তাঁর খুব পছন্দ হয়। তবে ইউনেস্কোতে চাকরী পাবার পরই পাকিস্তান সরকারের সাথে তাঁর মৃদু মনোমালিন্য শুরু হয় যার পরে মুখোমুখি বিরোধে রূপ নেয়। ইউনেস্কোর কোটা মতো পাকিস্তান থেকে যখন একজনেরই চাকরীটি পাবার কথা, তখন একজন পশ্চিম পাকিস্তানীই সেটা পাবে, কোন বাঙালী নয়। তাই পাক সরকার তাঁর চাকরী অনুমোদন করেনা। তখন প্যারিসে পাক রাষ্ট্রদূত ছিলেন জনৈক বেহলোভী। তিনি একদা চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ও ছিলেন। তাঁর মতো বাঙালী বিদ্বেষী বাঙ্গালীদের মধ্যে ও খুব কমই ছিল। তিনি সরকারের নির্দেশ মতো ইউনেস্কোর সংগে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহকে চাকরীচ্যুত করার ব্যাপারে পত্র আদান প্রদান করতে থাকেন। এমনকি এক পর্যায়ে এমনভাবে হুমকি দেয়া হয় যে, যদি ওয়ালী উল্লাহকে দূতাবাসে ফেরত দেয়া না হয় তবে পাকিস্তান ইউনেস্কো থেকে বেড়িয়ে আসবে কথা বিবেচনা করতে পারে। এক জন ব্যক্তির চাকরী নিয়ে একটি রাষ্ট্রের সংগে ইউনেস্কোর মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কলহ বাঞ্ছনীয় নয় ভেবেই ইউনেস্কো পত্যানুর না রেখে ওয়ালী উল্লাহকে ব্যাংককে বদলীর প্রস্তাব দেয়। ততদিন প্যারিসের উপকন্ঠ মোঁদ- এ তিনি একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। এই অবস্থায় ব্যাংককে তিনি যাবেন না বলে জানানোর পর ইউনেস্কোর তাঁর কর্ম মেয়াদ শেষ হয়েছে এই অজুহাতে বরখাস্ত করে।

ইউনেস্কো থেকে চাকরীচ্যুত হওয়ায় তিনি আর্থিক বিপর্যয়ে পড়েন। ইউনেস্কোর বিরুদ্ধে তিনি মামলা দায়ের করেন। জেনেভার আন্তর্জাতিক আদালতে। পাকিস্তানীদের চক্রান্তে মামলার রায় যায় তার বিপক্ষে। তিনি ইউনেস্কোর চাকরী হারালেন। পাক দূতাবাসের চাকরী তাঁর আগেই বস্তুতঃ চলে গিয়েছিল। কারন পাকিস্তান সরকার তাঁকে ইসলামাবাদ বদলীর পর্যে

Dhaka University Institutional Repository

চাকরীতে বহাল করতে চেয়েছিলো, তিনি তাতে সম্মত হননি। এর মধ্যেই শুরু হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্যারিসে বসেই স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে থাকেন। তখন তিনি বেকার। তারপর হঠাৎ একদিন এই বৎসরেই ১০ ই অক্টোবর গভীর রাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরন হয়ে মৃত্যুবরন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট :-

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ একজন ব্যতিক্রমধর্মী ও দুর্লভ গুনে গুনান্বিত ছিলেন। যা আর কোন বাঙালী লেখকের ছিল বলে আমার জানা নেই। তিনি একজন ভালো চিত্র শিল্পীও ছিলেন। সাহিত্যের পর ললিত কলার অন্যান্য মাধ্যমের মধ্যে চিত্র শিল্পের প্রতি ছিল তাঁর সর্বাধিক অনুরাগ। বিমূর্ত ছবি তো তিনি আঁকতেনই তাছাড়া বন্ধু বান্ধবের স্ত্রীদের স্কেচ বা পোর্ট্রেট করে দিয়েও খুব আনন্দ পেতেন।

সাহিত্যিক প্রতিভার ভারে তাঁর চিত্রীর প্রতিভা চাপা পড়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু তার মৃত্যু ঘটেনি। যদিও চিত্রকলার ব্যাপারে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ওয়ালী উল্লাহর ছিলনা। তবুও ভাষা শিল্পের সাথে সাথে অল্প বিস্তর হলেও সৌখিন চিত্রী হিসাবে তিনি নিজেকে অব্যাহত রেখেছিলেন চিত্র শিল্পের সাধনায়।

তিনি যখন ফেণী স্কুলে পড়তেন তখন তাঁর সম্পাদিত হাতে লেখা ম্যাগাজিন "ভোরের আলো" কে তাঁর সমস্ত অন্তর দিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন। অঙ্গ সজ্জা, লেখার পরিচ্ছন্নতা সব কিছুতেই তাঁর সুক্ষ্ম মনের স্বাভাবিক প্রকাশ থাকতো।

এই চিত্র অনুরাগী ওয়ালী উল্লাহর কথা বলতে গিয়ে তাঁর এক স্কুল সহপাঠির বলেছেন," তিনি এঁকে এঁকে স্কুলের সমস্ত রাফ খাতা ছবিতে ভরে তুলতেন। তার বাড়িতে যখনই যেতেন তখনই একটা না একটা ছবি এঁকে এঁকে তুলে ধরতেন তাঁর সহপাঠির সামনে।" তাঁর এই সহপাঠির ভাষায়

> "আমার মনে হয় অল্প বয়সে ওয়ালী উল্লাহ সাহিত্যিক হিসাবে নাম না কিনে ফেললে হয়তো বা ওয়ালী উল্লাহর ব্যক্তিত্বে একটি অনন্য চিত্র শিল্পীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতো।" *

গল্প কবিতার মত তিনি বিভিন্ন ছবিও পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য পাঠাতেন। কলকাতায় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর ছবিও প্রকাশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ালী উল্লাহ তাঁর অধিকাংশ বইয়ের প্রচ্ছদ নিজেই এঁকেছেন। যেমন-"চাঁদের অমাবস্যা" দুই তীর" কাঁদো নদী কাঁদো সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর অনেক ছবিই তার বন্ধু বান্ধবের কাছে আছে। প্যারিসে প্রবাস কালে তিনি বেশ কিছুছবি এঁকেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সেখানে একটি চিত্র প্রদর্শনী করবেন।

শুধু ছবি আঁকাই নয় এক সময় তিনি নিয়মিত নামে ও বেনামে চিত্র সমালোচনা করেছেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। কলকাতার চিত্র শিল্পের প্রদর্শনী গুলোর উপর আলোচনা লিখতেন ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায়।

করাচীর জন এ তাঁর যেসব চিত্র সমালোচনা প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য এক, Zubeyda Aga: Pioneer of Abstract Art in Pakistan দুই, Sadekain The young Artist এবং Joynul Abedin: A Victim of Conflicting Ideas. এ ছাড়া অনেক চিত্র শিল্পীর সংগে সখ্যতা থাকা সত্ত্বেও জুবাইদা আগা (১৯২২ লয়ালপুর) র চিত্র কর্ম নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। চিত্র কর্মগুলির মধ্যে "গাছ" স্থির জীবন" "কম্পজিশন" "আলো" "তুলা কুড়ানী গ্রাম্য দৃশ্য," ফুল প্রভৃতি অসামান্য চিত্র কর্ম উল্লেখ যোগ্য। উল্লেখ্য যে, জুবাইদা আগা এবং ওয়ালী উল্লাহ ছিলেন একই বয়সী।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ভালো সুতোর মিস্ত্রির কাজ জানতেন। প্যারিসের মত মহা-নগরীতে সুতোর মিস্ত্রির মজুরী অবিশ্বাস্য রকমের বেশী। যদিও মিস্ত্রির পয়সা বাঁচবে এই ইচ্ছা থেকে অবশ্য কাঠের কাজ শেখেন নি তিনি। তবুও তিনি তাঁর ঘরের অনেক আসবাব পত্র নিজের হাতে বানিয়েছেন। তাঁর কাঠের কাজ এতই সুন্দর ও নিখুঁত ছিল যে, দেখলে কেউ বিশ্বাস করবেনা তা কোন শৌখিন মিস্ত্রির কর্ম। এইটা ছিল তাঁর সৌন্দর্যিক চেতনারই বহিঃ প্রকাশ। সম্পত্তির মধ্যে সুতোরের কাজটিও বস্তুতঃ শিল্পীরই। জীবনকে জীবনের পরিবেশকে যতটা সম্ভব শিল্পীত করার একমাত্র প্রয়াসই ছিল সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর একমাত্র সাধনা।

সুরুচীর পরাকাষ্ঠা ছিলেন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ। শুধু: সাহিত্য চর্চা বা শিল্প চর্চা নয়, জীবন চর্যায় ও আমৃত্যু নিবেদিত ছিলেন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ। একধরনের অমলিন নিঃকলুষতা এবং অমলীন পবিত্রতায় ভূষিত ছিল তাঁর চরিত্র। তাঁর শুভ্র সুন্দর চরিত্রের কিছুটা ঈশ্বরদত্ত অনেকটাই অর্জিত।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক সত্ত্বা বাদ দিলেও মানুষ হিসাবে তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ সুরুচী সম্পন্ন বাঙালী এ ব্যাপারে তাঁর পরিচিতদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। ছাত্রজীবনের পরে কলকাতায় যখন ছিলেন কোন দিন মেসে থাকতেন না। একা হোক বা সহধর্মী কারো সাথে হোক আলাদা বাসা ভাড়া করে থাকতেন। যেঘরে থাকতেন তাকে যতটা সম্ভব নিখুঁত ভাবে পরিপাটি ও শিল্পীত করে রাখতেন। কেউ দেখেনি তাঁর বিছানায় চাদর একটু কুচকানো বা অপরিস্কার। ইস্ত্রী ভেঙেছে এমন কাপড়ে কেউ তাকে দেখেনি কোনদিন। দাঁড়ি না কামানো ওয়ালী উল্লাহর দেখা পাওয়া ছিল অসম্ভব। তাঁর কক্ষের ফুল দানীতে ফুল নেই এ দৃশ্য ছিল অকল্পনীয়।

সেকালের ৪০ ও ৫০ এর দশকে কলকাতা, ঢাকা, করাচীর রাস্তা ঘাটে নিখুঁত ইউরোপীয় পোশাক পরা দামী "গোল্ডফ্লেক" সিগারেটের টিন হাতে ওয়ালী উল্লাহর শান্ত সৌম্য মূর্তি আজো অনেকের স্মৃতিপটে সেঁটে আছে ছবির মতো।

পশ্চাত্য সংস্কৃতির "রোগ" নয় স্বাস্থ্যই তিনি অর্জন করেছিলেন। উচ্চ শিক্ষিত অনেক আধুনিক ফুল বাবুদের মতো সকল প্রকার দেশীয় আচার ও সংস্কারকে তিনি অবজ্ঞা করতেন না। যেমন কোন গুরুজনের সামনে ধুম পান করতেন না তিনি। এমন কি তাঁর মাত্র তিন বছরের বড় ভাই সৈয়দ মোহাম্মদ নসরুল্লাহ (৯ই এপ্রিল ১৯১৯) র সামনে ও নয়।

আর্থিক ব্যাপারেও ওয়ালী উল্লাহ ছিলেন অতিশয় দরাজদিল। যখন যা রোজগার করতেন ব্যায় করতেন অকাতরে: নিজের জন্য, অপরের জন্য প্রিয় জনদের জন্য। চাকর-বাকরকে পর্যন্ত তিনি অবিশ্বাস করতেন না।

শিল্পী হিসাবে তিনি ছিলেন যেমন নির্মোহ তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে ধন সম্পদের ব্যাপারেও তাঁর লোভ লালসা ছিলনা। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের মতো, পারিবারিক সম্পত্তির জন্যে তাঁর কোন উদ্বেগ ছিলনা। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিষয় আশয় নিয়ে তিনি কোনদিন মাথা ঘামাননি। কোন ব্যাপারেই কেউ তাকে কখনো ক্ষুদ্ধ ও ক্রোধান্বিত হতে দেখেনি।

অগ্রজও তাঁর স্ত্রী কন্যার জন্য যে ওয়ালী উল্লাহর কি অকৃত্রিম ও গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল তা তাঁর একটি ঘটনা থেকেই প্রতিয়মান হয় ১৯৭০-এ মাস খানেক দেশে কাটিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করার মাত্র পাঁচ মাস পরে তাঁর ভাবীর মৃত্যু সংবাদ পান। টেলি-ফোনে খবর পাওয়ার পর দিনই তিনি ঢাকা আসেন ভাইকে সান্ত্বনা জানাতে। অগ্রজের শোকের মুহূর্তে তাঁর পাশে থাকার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করতেও তিনি দ্বিধা করেননি।

আত্মীয় স্বজন ছাড়াও বন্ধু বান্ধব ও পরিচিতদের অনেকেই তাঁর সুব্যবহারের সুযোগ নিতেন। কতজনকে যে তিনি টাকা ধার দিয়েছেন তার কোন হিসেব নেই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি টাকা আর ফেরত পেতেন না। তাতে ও তাঁর কোন ক্ষোভ ছিলনা। তিনি অন্যের উপকার করতে পেরেই যেন আনন্দ পেতেন।

তিনি যখনই সুযোগ পেতেন তখনই তাঁর পুরনো বন্ধু বান্ধবদের সংগে সাক্ষাৎ করতেন এবং সেজন্য তিনি বন্ধু মহল থেকে প্রচুর সম্মান পেতেন। বহুদিন পর লেখক বন্ধুদের অনুরক্ত সান্নিধ্য পেয়ে তিনি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতেন। সব রকম নীচতার উর্দ্ধে থেকে ওয়ালী উল্লাহ অন্যকে যেমন ভালোবাসতেন তেমন ভালোবাসা পেতেও ভালো-বাসতেন। প্রিয়জনের সান্নিধ্যে এসে তিনি প্রায়শঃই তাঁর উঁচু দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বের পোশাকটি খুলে রাখতেন।

অন্যদিকে তিনি ছিলেন আবার কৌতুক প্রিয়। বাইরে থেকে তাঁকে যত গম্ভীর ও দুষ্প্রবেশ্য ব্যক্তিত্ব বলে মনে হতো বস্তুতঃ তিনি ততটা ছিলননা। স্নেহ মমতাময় একটি নরম অন্তঃকরনই যে শুধু ছিল তাঁর তা-ই নয় সূক্ষ্ম রসবোধ ও কৌতুক ও পছন্দ করতেন তিনি। তাঁর কৌতুক প্রিয়তার একটি উদাহরন : তার মামাতো বোন মিসেস বাকী ছিলেন অতিশয় নাজুক প্রকৃতির মহিলা, একা কখনো রাস্তায় বেরুতেন না। একদিন সন্ধ্যের পর ওয়ালী উল্লাহ বাজি ধরলেন যদি মিসেস বাকী তাঁর বাসার প্রায় সংলগ্ন একটি বিপনী কেন্দ্র থেকে একটি শাড়ী কিনে আসতে পারেন তবে তিনি তাঁকে একশো টাকা দেবেন। বাজিতে অবশ্য ওয়ালী উল্লাহ হেরে গিয়েছিলেন। কারন মিসেস বাকী সাহস করে শাড়ী কিনে এনেছিলেন।

গ্রামে নয় গ্রাম্যতা ছিল ওয়ালী উল্লাহর অপছন্দ : শহরের শিক্ষিত দের মধ্যে যে গ্রাম্যতা অধিক লক্ষন যোগ্য। বাইরের দিক থেকে ওয়ালী উল্লাহ যতই পাশ্চাত্য অনুযায়ী হোন না কেন বাংলার সরল সাদাসিদে গ্রামীন জীবনের প্রতি তার ছিল অকৃত্রিম মমতা আর আকর্ষন।

Dhaka University Institutional Repository

যে পল্লী জীবন দেখে গিয়েছিল তাঁর অনুজ। মানিকগঞ্জ টাঙ্গাইলের গ্রামাঞ্চলে তাদের কিছু আত্মীয় স্বজন ছিল। সেসব জায়গায় তিনি বেড়াতে গেলেই সেখানকার মাঝিমাল্লা ও গ্রামবাসীদের ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ নোট বইতে টুকে নিতেন। ১৯৬৯ এ অল্প দিনের জন্য দেশে এসে ও সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর বিমাতার সাথে দেখা করতে এবং গ্রামীন পিঠা খাওয়ার জন্য করোটিয়া যান। ঐ সময় করোটিয়া কলেজের ছাত্র শিক্ষক তাঁকে এক সম্বর্ধনা জানান। একটি মফস্বল কলেজের ছাত্র শিক্ষকদের সাহিত্য প্রীতি, সাংস্কৃতিক সচেতনতা ও আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে সম্বর্ধনায় তিনি বলেছিলেন, এরপর আর বিদেশ থাকার প্রশ্নই ওঠেনা।

লোক শিল্প ও লোক সংস্কৃতির প্রতি ও ছিল তাঁর অসামান্য আগ্রহ ও শ্রদ্ধা। দুঃখের বিষয় গ্রাম থেকে যোগাড় করা নানা মাল মসলা তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যবহারের সুযোগ পাননি। দরিদ্র পল্লীবাসীর অপসংস্কৃতি সনাতন জীবনকে সামগ্রীক ভাবে উপস্থাপিত করার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা ছিল তাঁর। সে কাজটির জন্য তিনি উপন্যাস এবং নাটককেই উপযুক্ত মাধ্যম বলে মনে করেছিলেন। তাই শেষের দিকে ছোট গল্পের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিলনা বললেই চলে।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। ঘুমোতেন কম কাজই করতেন বেশী সময়। প্রচুর পড়াশোনা করতেন, শুধু সাহিত্যের বই নয় রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিজ্ঞান এমনকি বিজ্ঞানের বইপত্র পর্যন্ত সমানে আয়ত্বে রাখতেন। অল্প বয়সেই ক্যামু, সার্ত্রের দর্শনের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। নিতান্ত স্বল্পভাষী ছিলেন বলে তার বুদ্ধি, বৃত্তির পরিধি প্রায়শই অন্যের কাছে অজ্ঞাত থাকতো।

ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার প্রতি কোন শ্রদ্ধাবোধ তাঁর ছিলনা। তবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে আস্থা বা অনাস্থা কোনটাই বোধ হয় ছিলনা তাঁর। কিন্তু মানুষের আত্মশক্তিতে তাঁর আস্থা ছিল অসামান্য। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের দুরবস্থার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। সৃষ্টিকর্তা বা অন্য কোন অলৌকিক শক্তির ঘাড়ে চাপানো অর্থহীন। তাই বলা যায় ওয়ালী উল্লাহর জীবন দর্শন ছিল সার্ত্রের অস্তিত্ব বাদী দর্শনের নিকটবর্তী: যে দর্শনের শিকড় মানবতাবাদে প্রোথিত।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক ছিল তিনি কখনো সাহিত্যিক হিসাবে পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য লালায়িত ছিলেন না। এবং তিনি সব সময়ই তরুন লেখকদের জন্য পুরস্কার পাওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন। তাঁর চরিত্রের এই বিশেষ দিকটি তার প্রকাশকের একটি চিঠি থেকে সঠিক রূপে প্রতিয়মান হয়। তার প্রকাশকের ভাষায় :

" দুইতীর" প্রকাশিত হবার পর (১৯৬৫ সালে) লেখককে না জানিয়ে যথারীতি আমি তা (আদমজী) পুরস্কারের প্রতিযোগীতার জন্য দাখিল করি। আমার ধারনা ছিল ওয়ালী উল্লাহ সাহেব খবর পেয়ে নিশ্চয়ই আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন। তাঁর স্বভাব সুলভ শিষ্টতার খাতিরে ধন্যবাদ তিনি আমাকে সত্যিই জানালেন, কিন্তু সেই সংগে তার যা লিখলেন তাতে যেন আমার মাথায় আকাশ ভেংগে পড়লো।** তিনি লিখলেন :

" I should be greatful if you would have entered the book in the Adamjee contest. It is very kind of you to have done so but I would not like to participate in it. I am rather old for that kind of things. Competetors and prize winners should be young writers. I should be greatful if you would kindly withdraw my book".

---

* এ,কে নাজমুল করিম, দৈনিক বাংলা, ১০ই কার্তিক ১৩৭৮ বাংলা।

** গ্রন্থকার সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, মোহাম্মদ নাসির আলী, দৈনিক বাংলা, ৩১শে অক্টোবর ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী প্রীতি :

লেখক হিসাবে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর ইংরেজী প্রীতি চোখে পড়ার ইংরেজী-তে সাংবাদিকতার হাতে খড়ি হওয়ার সম্ভবতঃ তাঁর ইংরেজীয়ানা আরো বেড়ে যায় । মাইকেল ও বঙ্কিমের মত ইংরেজীতে সাহিত্য চর্চার অভিলাষ তাঁর ছিল , ইংরেজী জানেন এমন ব্যক্তির কাছে ওয়ালী উল্লাহ বাংলায় চিঠি লিখতেন না বললেই চলে । তবে নিতান্ত সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে তিনি বাংলায় লিখতেন ।

ইউনেস্কোর উদ্যোগে "লাল সালু"র ইংরেজী অনুবাদ Tree Without Roots প্রকাশিত হবার পর বিশেষ করে অবাঙালী পাঠক সমালোচকদের কাছে তা সাদরে গৃহীত হবার পর ইংরেজীতে লেখার আগ্রহ আরো বেড়ে যায় । ওয়ালী উল্লাহর "লাল সালু"র ইংরেজীতে তরজমা তিনি নিজে করলেও তা সংশোধন ও পরিশোধন করিয়ে নিয়ে ছিলেন একাধিক ইংরেজী লেখকদ্বারা ।"চাঁদের অমাবস্যা" ও তিনি নিজে" NO Amaranth" নাম দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন । তবে তা প্রকাশিত হয়নি । How to Cook Beans নামে আরো ১ টি বই লেখেন ইংরেজীতে এটি ও অপ্রকাশিত ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতিক্রম ধর্মী লেখক :

লেখক হিসাবে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ অনেক ধরনের গতানুগতিক তাকেই আমল দেননি। বই উৎসর্গ করার রেওয়াজ প্রায় সকল অষার লেখকদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। ওয়ালী উল্লাহ তাঁর কোন বই কাউকে উৎসর্গ করেননি।

তিনি যেমন ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী লোক তেমনি বারম্ব অসন্তুষ্ট লেখকও। লেখা প্রকাশের পরেও তাকে ঘষা মাজা করা অব্যহত রাখতেন তিনি। লেখাকে বিরামহীন কাটা-কাটি করে বাহুল্য বর্জিত অবস্থায় বার করতেন তিনি। ওয়ালী উল্লাহ সাহেব সুযোগ পেলেই তার প্রকাশিত রচনা ও পরবর্তী মুদ্রনের জন্য কাটছাট করে উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করতেন। পূর্ব মুদ্রনের আগে একাজটি না করতে পারলে তিনি যেন সুস্থি পেতেন না।

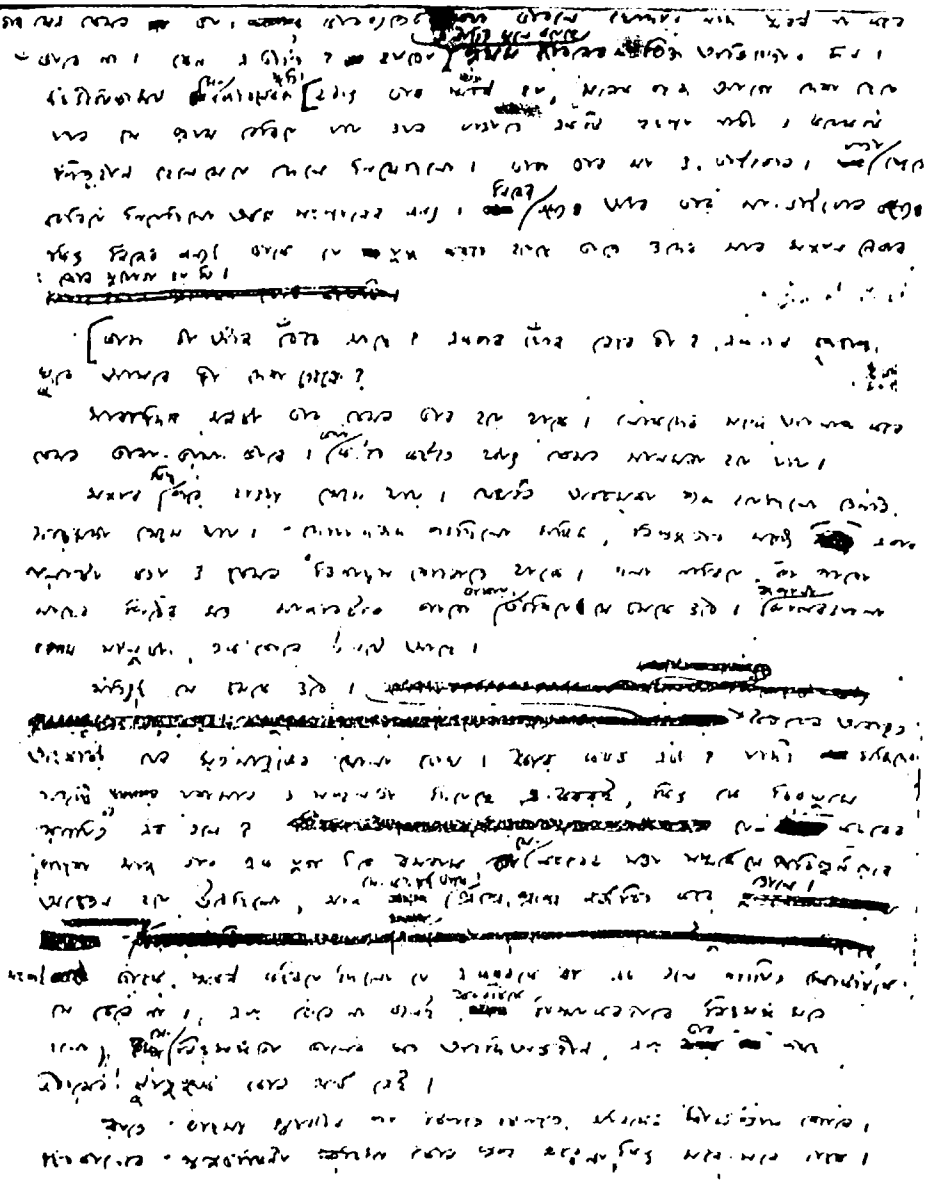

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহিত্য জীবন :

বাল্যকাল থেকেই সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সাহিত্যের প্রতি ছিলেন অসাধারন অনুরাগী , স্কুল জীবন থেকেই তাঁর লেখার অভ্যাস পরিলক্ষিত হয় । তার স্কুল জীবনের লেখা কোন পত্র পত্রিকায় পাওয়া যায়নি তবে তাঁকে নিবিড়ভাবে তখন ও নিরিক্ষণ করতে পারেননি । কলেজে অধ্যায়ন কালে তাঁর সাহিত্য চর্চার অগ্রগতি দেখা যায় । কৈশোর কাল থেকেই তাঁর জিজ্ঞাসু ও সংস্কৃতিমুখী মনের পরিচয় পাওয়া যায় । তিনি ছিলেন অন্যদের জনের চেয়ে আলাদা এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট ছিল । বাঙালী জাতীয়তাবোধ এবং বাংলা ভাষার প্রতি গভীর চেতনার বহিপ্রকাশই এই জাতীয়তাবোধ তাকে সাহিত্য চর্চায় সুযোগ দিয়েছে ।

১৯৩৯ সনে ঢাকা ইনটারমিডিয়েট কলেজ বার্ষিকীতে তাঁর লেখা একটি ছোট গল্প ছাপা হয় । এই টাই সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা এবং তিনি ছিলেন তখন কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ।

(১৯৪১-৪৩) সনে উনার সাহিত্য কর্মের অধিকাংশই ছিল ছোট গল্প । সাহিত্যিক হিসাবে তার গল্প লেখার শুরুতেই সর্বপ্রথম তাঁর কিছু ছোট গল্পে রোমান্টিকতা ও সমাজসচেতনতা ছিল । মুসলমান মধ্য শ্রেনীর চারিত্রিক হীনতা ছিল তার বিভিন্ন লেখার উপাদান ।

১৯৪৩ সনে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ থেকে ডিসটিংশন সহ বি,এ পাশ করেন । মাঝে তিনি কিছুদিন কৃষ্ণনগর কলেজে পড়েছিলেন । বি, এ পাশ করে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ কলকাতায় যান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ কর্ম-নীতিতে ভর্তি হন । কিন্তু তার পরে তার পড়াশোনা বেশী দূর এগোয়নি । কারন তার বিশেষ করে ছোট গল্প নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশ পাচ্ছিল এবং তখন তিনি পুরোপুরি সাহিত্যের দিকে ঝুকে পড়েছিলেন । তখন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন শ কত ওসমান, গোলাম কুদ্দুস , আবুল হোসেন প্রমুখ ।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও উপন্যাস রচনার পরিকল্পনার বীজের চারা তার মাথায় গজিয়েছিল কলকাতা থাকতেই ১৯৪৪ সালে। এই সময় তাঁর বন্ধু সৈয়দ নজরুদ্দিন ঘনিষ্ঠ সাহচর্য ছিলেন। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ তখন "লাল সালু" লিখে বন্ধুদের পড়ে শোনাতেন। কেউ তার বিরূপ সমালোচনা করলে এবং তিনি যদি মনে করেন সেই সমালোচনা সংগত তখন তিনি সংগে সংগে সে অংশ ছিঁড়ে ফেলতেন। তিনি আবার লিখে বন্ধুদের শোনাতেন। এইভাবে বারংবার পুর্নলিখিত লাল সালু" একদিন প্রকাশিত হলো। নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে তিনি বইটি প্রকাশ করেন। যদিও পাঠক সমালোচকের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষন করতে উপন্যাসটি ব্যর্থ হয়। লালসালুর খুব সামান্য কিছু বই হিসাবে বিক্রি হয়। উপন্যাসটির ব্যবসায়িক সাফল্য না হবার প্রধান কারন ছিল, বইটি প্রকাশের কিছুদিন পরেই তিনি প্রথমে করাচী এবং পরে নয়াদিল্লী ও অষ্ট্রেলিয়ায় বদলী হয়ে যায়। যার কারনে তিনি প্রচারের ব্যাপারে মোটেই মনোযোগ দিতে পারেন নি।

"লাল সালু" প্রকাকারে বের করার ব্যাপারে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের বাংলার প্রাক্তন অধ্যাপক অজিতগুই সবচেয়ে বেশী উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। বইটির পুরো পান্ডুলিপি অর্জিত গুহের বাসায় অন্যান্য সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিক ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে পঠিত হয় বই আকারে বেরুবার আগে।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্টের কিছু পরে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ Statesman পত্রিকার চাকরী ইস্তফা দিয়ে তদানিন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হয়ে আসেন। তাঁর ডিউটি থাকতো ভোরের সিফটে এবং এই জন্য সারাদিন বাসায় থাকার দীর্ঘ অবকাশ পেতেন। এই অবকাশের সার্থক ফসল তাঁর "লাল সালু"।

কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে এসেও (১৯৪৮) বন্ধুত্ব অটুট রাখেন তাঁর প্রগতিশীল লেখক শিল্পী ও আত্মগোপনকারী কম্যুনিষ্টদের সংগে, কোন প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধিজীবীদের সাথে কখনো বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা রাখেনি। প্রতিক্রিয়াকে তিনি যে বিষ দৃষ্টিতে দেখতেন তার প্রকৃষ্ট প্রমান ঐ সময়ে প্রকাশিত "লাল সালু" ও একটি তুলসী গাছের কাহিনী। এই দুটো গল্প উপন্যাসের কাহিনী সার্থক রূপেই তখনকার রাষ্ট্র সামাজিক বাস্তবতা থেকেই চয়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ সালে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ঢাকা থেকে করাচী বেতারে বদলী হওয়ায় তিনি সেখানকার নানা ভাষার প্রগতিশীল কবি সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। এবং সেই কারনেই তাঁর পরিচিতদের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়। কুররাতুল আয়েন হায়দার সহ বেশ কিছু উর্দু ভাষী বামপন্থী ভারতীয় লেখক লেখিকা পাকিস্তানে চলে আসেন। তাদের সংগে ওয়ালী উল্লাহর অল্প দিনেই গভীর আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়। কূটনীতিক কাজ নিয়ে যখন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ ১৯৫১ সনে দিল্লীতে যান, তখন সাহিত্যের ভুবন আরো একটু সম্প্রসারিত হয়। অর্থাৎ তিনি পাক ভারতীয় উপমহাদেশের নানা ভাষী শীর্ষ স্থানীয় লেখক শিল্পীদের সংগে মেলামেশার সুযোগ পান এবং তিনি যে অবকাশ পান তার সমসাময়িক আর কোন বাঙালী লেখক সম্ভবত: পাননি। এবং এই ভাবেই নতুন চিন্তার বীজ বপনের জন্যে পরিপাটি করে তৈরী করেন তাঁর মনোজমি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা বাঙালী মুসলমান শিক্ষিত মধ্য বিত্তের আত্মবিকাশের দরজা উন্মুক্ত করলেও অধিকাংশ শিল্পী সাহিত্যিকদের অনগ্রসরতা ও গোঁড়ামী যুক্ত চিন্তা চেতনার কারনে পাকিস্তানের সংস্কৃতির আকাশে এক কালো মেঘ বেষ্টিত থাকে। দুটো গল্প উপন্যাসের বই বেরুবার পর সাহিত্যিক মহলে যথেষ্ট খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সন্তুষ্ট হতে পারেননি। সম্ভবত সেই কারনেই "লাল সালু" প্রকাশের পরবর্তী বেশ কবছর তার সৃজনশীলতায় ভাটা পড়ে।

দিল্লী থেকে ১৯৫২ সালেই ওয়ালী উল্লাহ অস্ট্রেলিয়ায় বদলী হন। এবং সেই সাথে খুলে গেল তাঁর জীবনে আর এক নতুন জগতের দরজা। ঐ সময়টি অস্ট্রেলিয়ার সাহিত্যের ও ভাঙ্গা গড়ার সময় ছিল। তিনি ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। পঞ্চাশের দশকেই যথার্থ অস্ট্রেলিয়া সাহিত্যের উন্মেষ হয়। সেখানকার নতুন লেখকদের যেমন ভাল স্টিভেন্স, জুডিথ রাইট প্রমুখের লেখার দ্বারা হয়তো অনুপ্রাণিত হন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব। এবং এই অনুপ্রেরনার কারনেই অস্ট্রেলিয়া থেকে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেই তিনি ইংরেজীতে একটি উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। ঢাকা তখন তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। তখন তিনি দিন রাত খেটে উপন্যাসটি শেষ করেন। হয়তো কোন অস্ট্রেলিয়া প্রকাশকের সংগে উপন্যাসটি প্রকাশের ব্যাপারে আলাপ করে সিদ্ধেও চাকরী বাকরীর ঝামেলাতে তিনি হতদম হয়ে পড়েন, এবং শেষ হয়েও উপন্যাসটি অসমাপ্ত থেকে যায়। অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় সা· শীর

Dhaka University Institutional Repository

নামক একখানা নাটক লিখতে শুরু করেন। যা শেষ করেন ঢাকায়।

তারপর তিনি ঢাকা থেকে জাকার্তায় বদলী হন। মধ্য পঞ্চাশের ঐ সময়টা ইন্দো- নেশিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নব জাগরনের যুগ। একটি মুসলমান প্রধান প্রধান দেশ বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ আর একটি মুসলমান সংখ্যা- গরিষ্ঠ দেশ ইন্দোনেশিয়া থেকে অনেক কিছুই শিখেছিলেন।

ওয়ালী উল্লাহর সাহিত্য কর্মের বেশীর ভাগই রচিত হয় চল্লিশের এবং ষাটের দশকে। মাঝের পঞ্চাশের দশক প্রায় ফাঁকা। এই সময়টা নিঃসঙ্গ থেকে তিনি নিজেকে নতুন করে নির্মান করে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৯৫৮ তে দেশ সামরিক শাসনের শীকার হওয়ায় জাতীয়তাবাদীগন তান্ত্রিকদের সমস্ত স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়। এবং তার পরেই তিনি ইউরোপ প্রবাসী হয়ে যান। তাঁর এই প্রবাসের জীবন নির্বাসনার পর্যবসীত হত যদিনা তিনি সেখানে গিয়ে সৃষ্টি কর্মে আত্ম নিয়োগ না করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাঁর লেখা উপন্যাস এবং এর আলোচনা :

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের লেখা প্রকাশিত উপন্যাস মাত্র তিন খানি । তবে এই তিন খানা উপন্যাসে তিনি যা ফুটিয়ে তুলেছেন তা সমাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে ।

১৯৪৮ সালে তার খ্যাতনামা উপন্যাস "লাল সালু" প্রকাশিত হয় কমরেড পাব্লিশার্স ২১৭ বার্ক স্ট্রীট কলকাতা থেকে । এই ঠিকানায় প্রকাশিত হলেও বস্তুত: এটি ঢাকা থেকে ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে বেরোয় ।

১৯৬০ সালে ফ্রান্সে আলপস্ পর্বত অঞ্চলে ইংরিয়াজ গ্রামে বসে "চাঁদের অমাবস্যা" তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসটি লিখা শুরু করেন । এই উপন্যাসটি খুব সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে ।

১৯৬৮তে "কাঁদো নদী কাঁদো" তৃতীয় উপন্যাস, অর্থাৎ ওটি রচিত হয় আরও অন্তত: দেড় দু বছর আগে । "লাল সালু" থেকে "চাঁদের অমাবস্যা" থেকে "কাঁদো নদী কাঁদো" মধ্যে ক্রমাগত শিল্পীর ক্রমবিকাশের চিহ্ন সুস্পষ্ট । সুতরাং "কাঁদো নদী কাঁদো"র পরও যদি তিনি লিখতেন তবে তা যে পূর্ববর্তী কোন রচনার পুনরাবৃত্তি হতোনা তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই । তিনি যদি আরো দু'দশক বাঁচতেন এবং স্বভাব-সুলভ মন্থর গতিতে সাহিত্য চর্চা চর্চা অব্যাহত রাখতেন তাহলে অনুমান করা যায় আরও গোটা তিনেক উপন্যাস দু'চার খানা নাটক নাটিকা এবং কিছু ছোট গল্প অন্তত: তার থেকে পাওয়া যেত সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ একটি বিখ্যাত গল্পের নাম "পাগড়ী" । এই গল্পটি বাঙালী মুসলমানের সামন্ত বুর্জোয়া পাতি বুর্জোয়া মুৎসুদ্দী সমাজের চিত্র বহন করে ।

"লাল সালু"র ভাষায় তেমন কোন বিশিষ্টতা নেই । সাধারন নিরাভরন ভাষা এই উপন্যাসে মধ্যযুগীয় পরলৌকিতার পেছনে লেখকের বিরূপ মনোভাব সুস্পষ্ট । তথা

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের শোষন ও অত্যাচারের পটভূমিতে ব্যক্তিজীবন জিজ্ঞাসার রূপায়ন এই উপন্যাস। জীবন শেষ হয়ে যায় কিন্তু জিজ্ঞাসা শেষ হয়ে যায় না। গ্রামীন ধর্মাশ্রয়ী সমাজ আপাত: দৃষ্টিতে ব্যক্তির কল্যানচায়। কিন্তু ধর্মাশ্রয়ী আচরন ধ্যান ধারনা কার্যত: ব্যক্তিকে শোষন করে থাকে।

এই উপন্যাসের অন্যতম পুরুষ চরিত্র "মাজার" ব্যবসায়ী প্রতারক মৌলভী মজিদের ক্রিয়া কলাপ চিত্রনের মাধ্যমে লেখক এই শোষন ও প্রতারনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন। কিন্তু এই উপন্যাস প্রতিবাদ মুখর বহির্জীবনের কাহিনী নয়। ব্যক্তির জীবনের ব্যর্থতা অসহায় ও নি:সঙ্গতা প্রাধান্য পেয়েছে। মহব্বত নগর গ্রামে মৌলভী মজিদের আগমন ধীরে ধীরে নানা কৌশলে আপন প্রভাব বিস্তার, খালেক ব্যাপারীকে হাত করে গ্রামের তাবৎ মানুষের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার, জোতজমি অর্জন, ব্যাপারীর পত্নী আমেনা বিবির জন্যে তার গোপন লোভ, নিজের দুই বিবি রহিমা ও জমিলার প্রতি তাঁর অত্যাচার ও ভন্ডামী: আঁধার রাতে ঝড়ো পরিবেশের নির্জনতায় এক রহস্যময় গোরস্থানে মুণ্ড বক্ষ জমিলার পদচিহ্ন পড়েছে। সব কিছুই লেখক নির্মোহ দৃষ্টিতে ছবির পর ছবি এঁকে স্পষ্ট রেখায়িত করে তুলেছেন। প্রতিবাদ মুখর চড়া গলা এখানে শোনা যায় না। নির্যাতন উৎপীড়ন উভয় জিজ্ঞাসাকে লেখক তুলে ধরেছেন নিপুন ভাবে ধর্মাশ্রয়ী সমাজের প্রতারনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে শিল্প প্রতিবাদ মাত্র নয় তার চেয়ে কিছু বেশী কিছু হয়ে দেখা দিয়েছে "লাল সালু" এই উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি হলো, এখানে শস্যের চেয়ে টুপি বেশী। টুপি মধ্যযুগীয় মানসিকতার প্রতিক"। খাঁটি বা অখাঁটি ধর্ম বিশ্বাস আর কাব্যময় পরিমন্ডল ঝড়ো হাওয়ার রাত আর শিলাবৃষ্টি, প্রসন্ন প্রভাতের নীল আকাশ আর জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহর ঘৃনা আর ভাল বাসা, নিষ্ঠুর আর মানব মন, প্রখর বাস্তববোধ আর বাস্তব অস্বীকারী আত্মপ্রতারনার সমন্বয়ে "লাল সালু"র বাতাবরন রচিত। এই বাতাবরনে ব্যক্তির অন্বেষন তার নি:সংগতা জীবন জিজ্ঞাসা রূপায়িত। ঘটনা নির্ভর বিবরন প্রধান কাহিনীর স্রোতে "লাল সালুর" আশ্চার্য ব্যতিক্রম। ব্যক্তির নিরন্তন অন্বেষন এখানে ভাষায় রূপ পেয়েছে।

প্রথম সংস্করনে "লাল সালু" পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন-এ ব্যর্থ হওয়ার মুখ্য কারন গুলো ছিল –

Dhaka University Institutional Repository

১। যদিও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন তবুও সামগ্রিকভাবে বইটির বইটির অংগসজ্জা তেমন আকর্ষনীয় ছিলনা।

২। প্রকাশের পরপরই কার্যোপলক্ষে ওয়ালী উল্লাহ প্রথমে করাচী বেতার কেন্দ্রে এবং পরে নয়াদিল্লী বদলী হয়ে যান। তাতে করে তিনি বইটি প্রচারের ব্যাপারে খুব সামান্যই সময় দিতে পেরেছিলেন।

৩। উপন্যাসটির কোন উল্লেখযোগ্য সমালোচনাও কোন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি।

৪। উপন্যাসটির কাহিনী ও বিষয়বস্তু এবং তৎকালীন রাজনৈতিক সামাজিক অবস্থাই এর জনপ্রিয়তা অর্জনের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দেশের প্রায় সমস্ত কবি সাহিত্যিক তখন স্রোতের অনুকূলে বর্ষা নদীতে কচুরী পানার মত দলবদ্ধ ভাবে ভেসে যাচ্ছেন। তাই নির্দলীয় এবং নিঃসংগ ওয়ালী উল্লাহকে "লাল সালু" র কাছে উৎসাহ দেয়ার মতো লোক পাওয়া কঠিন ছিল।

১৯৬০ সালে এপ্রিলে ঢাকার কথা নিবাস প্রকাশনা সংস্থা "লাল সালু"র দ্বিতীয় সংস্করন বের করে তখনও "লাল সালুর" যথার্থ সমালোচনা হয়নি। এর মধ্যেই ষাট দশকেই "লাল সালু" স্নাতক শ্রেনীর পাঠ্য পুস্তক নির্বাচিত হয়। এই সুযোগে উপন্যাসটি বাধ্যতা মূলক তরুন ও শিক্ষার্থী সাহিত্যামোদীদের পড়ার একটা সুযোগ হলো।

১৯৬১ সালে ফরাসী ভাষায় Anne Marie Thibaud নামে বেগম ওয়ালী উল্লাহ লাল সালুকে La arbre Sans naeine নামে প্যারিসে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা Edition du Seuil থেকে প্রকাশ করেন। "লাল সালুর" ফরাসী অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর পাশ্চাত্য দেশ সমূহে এর উচ্ছসিত প্রশংসা মূলক সমালোচনা হয়। এবং তা জানার পর বাংলাদেশের স্থানীয় পাঠকদের মধ্যে বইটি সর্কে নতুন করে আগ্রহ জাগে। ১৯৬৫-৬৭ পর্যন্ত "লাল সালু"র চারটি সংস্করন এই জনপ্রিয়তার প্রমান বহন করে। যে সমস্ত প্রধান কারনে "লাল সালু" পূর্ব বাংলার একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস তা হলো -

Dhaka University Institutional Repository

১। "লাল সালু"র ঘটনা সংস্থান অগতানুগতিক এর পূর্ববর্তী কোন বাংলা উপন্যাসে এ জাতীয় কাহিনী নেই ।

২। "লাল সালু"তে পূর্ব বাংলার মুসলমান প্রধান গ্রামের যথার্থ একচিত্র না হলেও একটি অংশ বিশেষের বিশেষ চিত্র আঁকা হয়েছে এবং এটি গ্রামীন মুসলমান সমাজের মানসিকতার এক উজ্জল প্রতিবিম্ব । এবং

৩। "লাল সালু" উপস্থাপনের সংগে আর কোন সমসাময়িক উপন্যাসের সামঞ্জস্য নেই । এর সূচনা ও শেষ এক ধরনের নাটকীয়তায় । এর দিক দিয়েও তৎকালীন আরকোন উপন্যাসে দেখা যায়না ।

১৯৬০ সালে Tree Without Roots প্রকাশিত হয় । ইউনেস্কো এর স্বত্ব কিনে নেয় এবং ইউনেস্কোর তরফ থেকে লন্ডনের প্রকাশনা সংস্থা Chattu & Windus এটি প্রকাশ করে । Tree Without Roots এর অনুবাদক রূপে হিসাবে কায়সার সঈদ, অ্যান মারি, কেটি জিরিয়ান এবং নাসিক থেয়াসের নাম ছাপা হয়েছিল বটে কিন্তু তরজমাকারী ছিলেন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব নিজেই । তার কারন এই উপন্যাসটি "লাল সালু"র হুবাহু ভাষান্তর নয়, এটা একটা সম্প্রসারিত "লাল সালু" । এটিকে একটি আলাদা উপন্যাসই বলা চলে । Tree Without Roots এর চব্বিশটি অধ্যায় চারভাগে বিভক্ত । এই বিভক্তির সংগে মূল "লাল সালু"র কোন মিল নেই । মোটামুটি ভাবে বলা যায় Tree Without Roots এর সংগে "লাল সালু"র মিল তিন চতুর্থাংশ । অবশিষ্টাংশ হয় পরিবর্তিত নয় পরিবর্ধিত ।

১৯৬৪ সালে "লাল সালু"র ১৪ বছর পর প্রকাশিত হয় "চাঁদের অমাবস্যা" । এই চৌদ্দ বছরে ওয়ালী উল্লাহর সাহিত্যের সৃষ্টির পরিমান বেশী নয় । একাধিক কারনে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘনঘন স্থানান্তরিত হতে হয়েছে, তবে এতে তাঁর কিছুটা লাভই হয়েছে । তিনি নিজকে নতুন সৃষ্টির জন্য তৈরী করতে পেরেছেন । তিনি এই উপন্যাসটি ফ্রান্সের ইউরিয়াজ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বসে লিখেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

"চাঁদের অমাবস্যা" উপন্যাসটি প্রবাহ বহির্মুখী নয়, অন্তর্মুখী। সচরাচর আলো বস্তু ও মানব অস্তিত্বের বাইরেই পড়ে। অস্তিত্বের অন্তরালে যে ঘোরচুটে অন্ধকার সেখানেই আলোকসম্পাত করতে চেয়েছেন ওয়ালী উল্লাহ এই উপন্যাসে। দেশের বুকে একটি পোকা কামড় দিলেই বাঁ পাশটি ব্যথা অনুভব করে ভিতরেই। তবে সশব্দে অঙ্গভঙ্গি করে হয়তো সে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যদি তা না করে তার অর্থ কি এই যে, সে ব্যথা অনুভব করেনি? লেখক নায়কের বৃত্তির নয় তার প্রবৃত্তির ব্যবচ্ছেদ করেছেন। বাইরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর বিচার ও বিশ্লেষণ হচ্ছে অন্তর্জগতে। চেতনার বিবৃতি "চাঁদের অমাবস্যার উপজীব্য, চৈতন্যের বিভিন্ন স্তরের উন্মোচন।

এই উপন্যাসের যে গভীর উপলব্ধি ও জীবন বোধ সঞ্চারিত তা পূর্ণাঙ্গ ভাবে এখানে ধরা যাবেনা, উদ্ঘাটিত করা যাবেনা। বিভিন্ন চরিত্রের অনুভূতিও নিজস্ব জগৎকে এসব চরিত্র লেখকের আধ সাধিত প্রতিভাসে ধরাদেয়নি। ধরা দিয়েছে বাস্তব সমাজ সত্তার পটে নিজস্ব মহিমায়। এদের চলন বলন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একানুরূপেই এদের নিজস্ব। গভীর জীবন বোধ প্রেক্ষি চরিত্র বিষয়ে নিখুঁত জ্ঞান এবং নিজস্ব দেশ, মাটি মানুষ সম্পর্কে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারনা এবং সর্বপরি গভীর সমত্ববোধ না থাকলে এমন উপন্যাস রচনা করা সম্ভব নহে। গ্রাম জীবনের কাহিনী রচনা মানেই গ্রাম্য কাহিনীর রচনা নয়। এই উপন্যাস তারও বিরল নিদর্শন।

উপন্যাস রচনায় চেতনা প্রবাহ রীতির অনুসরন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর নতুন নয়। "চাঁদের অমাবস্যায়" আমরা তা ইতিপূর্বেই প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু "চাঁদের অমাবস্যায়" কাহিনীর কথক রীতির কবিত্বময় বর্ননা ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ চেতনা পরোক্ষ ধোঁয়াটে ও আবছায়াতে হওয়ায় চরিত্র গুলি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন রূপ ধরাদেয়না।

এই উপন্যাসের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখ এড়াবার মত নয়। তাহলো এতে কোন নারী চরিত্র নেই। কেবল মাঝির বউটি ছাড়া। সে এই উপন্যাসের কেউ নয়? তবে তার মৃত্যুর ঘটনাটি কাহিনীর কেন্দ্র বিন্দু।

Dhaka University Institutional Repository

"চাঁদের অমাবস্যায়" ওয়ালী উল্লাহ মুখ্যত আরেক আলী নামে এক তরুন স্কুল শিক্ষকের মনের ঘরের কপাট খুঁজে আলো জ্বালাবার চেষ্টা করেছেন। সেখানেও রয়েছে কাহিনীর একটি পটভূমির সমাজ। যে সমাজের উপর তিনি হঠাৎ হঠাৎ আলো নিক্ষিপ্ত করেছেন।। আরেক আলী, কাদের, দাদা সাহেব, স্কুল শিক্ষকগন, পুলিশ প্রভৃতি যে গুটিকয় চরিত্র এ উপন্যাসে উপস্থিত তারা কেউই সমাজ বিচ্ছিন্ন জীবন নয়, তারা এক সমাজ বিশেষের সদস্য। সে সমাজ বাঙালী মুসলমান সমাজ।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর তৃতীয় ও শেষ উপন্যাস "কাঁদো নদী কাঁদো" আর একটি সর্বাধিক আধুনিক উপন্যাস। এটি রচিত হয় ইউরোপে, এবং প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। "কাঁদো নদী কাঁদোতে" সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ চৈতন্যকে এবং জীবনের সমগ্রকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। অস্তিত্বের সমস্যা ও সম্ভাবনাময় জীবনের ভিতর ও বাহির, পাপ পুন্য, প্রেম, ভালবাসা, হিংসা প্রতিহিংসা প্রভৃতি নানা মৌলিক বিষয় দার্শনিকের দূর দৃষ্টিকে এবং শিল্পীর নৈপুন্য উপস্থিত করেছেন। অনুজীবনের অনুহীনতাকে একটা মোটামুটি রূপ দান করতে চেয়েছিল।

"কাঁদো নদী কাঁদো" একটি অসাধারন উপন্যাস। এ উপন্যাসে অবশ্য কথক চরিত্র দুটির মূল কাহিনীতে গৃহিত অংশ বেশী নয়। তাছাড়া তাদের নিজেদের মনো কথনের চেয়ে তাদের দেখার ও শোনার কথা থেকেই কাহিনীর সিংহভাগ গঠিত। সেখানে যে মনোবিশ্লেষন সেটা ঘটেছে পরোক্ষ ভাবে এবং সর্বজ্ঞতার পদ্ধতিতে। লেখকের সর্বজ্ঞতা যেন কথকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত দৃষ্টিকোন দুটি: "তবারকের" ও আমি "আমি" নামক চরিত্রটির। অন্যান্য সব চরিত্রগুলির মন, কাজ, পরিবেশ পরিনতি আমরা পাঠকরা এই দুই ব্যক্তির কথন ও চিন্তনের মধ্য দিয়েই লাভ করে থাকি। এই দুই কথকের পরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে এক স্টীমারে। তবারক বলছে কুমুর ডাঙ্গা ও তার অধিবাসীদের জীবন যাত্রার কথা, আর "আমি" নামক কথকের ভাষায় ফুটে উঠেছে তার এক প্রিয় আত্মীয় মুস্তফার যোগ।

Dhaka University Institutional Repository

আসলে উপন্যাসের লক্ষ্য মুহাম্মদ মুস্তফার জীবনের পরিনতি। এক সুতীব্র মানসিক দ্বন্দ্ব আর যন্ত্রনা কিভাবে মুস্তফাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিলো তা তবারক ভূঁইয়া আর মুস্তফার ভাইয়ের স্মৃতিচারনে স্পষ্ট। ব্যক্তির সংকট ও সংকট মুক্তির প্রয়াস ও অসাফল্যের নিপুন বিশ্লেষন "কাঁদো নদী কাঁদো"। আত্ম হননের পথে নিঃসঙ্গ যাত্রী মুস্তফার অন্তর লোকের একটি ছবিতে এই উপন্যাসের অন্তঃবাস্তব ফুটে ওঠে। আত্ম প্রতারনা, দ্বিধা, সংশয় ও বাস্তব কর্তব্যচ্যুতি ধীরে ধীরে মুস্তফাকে এমন এক অতল গহ্বরের প্রান্তে এনে ফেলেছে যেখান থেকে তার ফেরার পথ নেই। "কাঁদো নদী কাঁদো" ব্যক্তির সুতীব্র সংকটের রূপায়ন। চেতন অবচেতন লোকে ভ্রাম্যমান মানুষের অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার নিপুন ছবি এই উপন্যাস।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছোট গল্প ও আলোচনা :

ছোট গল্পের লেখক হিসাবে ওয়ালী উল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় ? তাঁর ছোট গল্পে এমন কি উপাদান বেশী আছে যা তাঁর সমবয়স্ক গাল্পিকদের লেখার ভেতর দ্রষ্টব্য নয় ? বাংলা ভাষায় লেখা হাজার হাজার ছোট গল্পের মধ্যে তাঁর গোটা পঞ্চাশ গল্প এ সাহিত্যের এমনকি উপকার ও শ্রীবৃদ্ধি করেছে ? ওয়ালী উল্লাহর ছোট গল্প আলোচনা করার আগে এসব প্রশ্ন উঠতে পারে ।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তেমন শিল্পেও তিনি পরিহার করেছেন যে কোন রকম তারল্য ও লঘুতাকে । তাঁর কোন গল্পেই মানব জীবনের তরল বিষয় আশয় আশ্রয় পায়নি যেজন্য প্রতিটি গল্পেই দুঃখ , বিষাদ, বিচ্ছেদ ও মৃত্যুর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত অথবা সমাপ্ত হয়েছে নির্মম ভাবে । এমনকি সমাজ জীবনে কত সৃষ্টি-কারীদের প্রতি সূক্ষ্ম শ্লেষ ও বিদ্রূপ উচ্চারিত হলেও তাদের নিয়ে স্থূল হাস্য রস নেই কোথাও । কমেডির চেয়ে ট্রাজেডিই যেন তাঁকে অধিক আকর্ষণ করতো ।

বিপ্লবী তিনি ছিলেন না, ছিলেন স্থৈর্যের, তবে কোন রাষ্ট্র বিপ্লব বা সমাজ বিপ্লবকে স্পষ্টকে স্পষ্টভাবে স্বাগত জানাতে দেখা যায়না তাঁর লেখায় । কিন্তু ধনী, নির্ধনের ব্যবধান তাঁকে বিচলিত ও ব্যথিত করেছিল, এটা বুঝা যায় তাঁর লেখা কতগুলো ছোট গল্পের মাঝে ।

Dhaka University Institutional Repository

নয়ন চারা :

নয়ন চারার ৮টি গল্পের নায়কই উঠে এসেছে নিম্নবিত্তের জীবন থেকে। ভিখারী, চোর, সারেং, মাঝি, দুর্ভিক্ষ পীড়িত, নিরন্ন ইত্যাদি। আর এই জীবনের কথা বললেও ওয়ালী উল্লাহ তাদের মনোজগতের সংবাদই দিয়েছেন মূলত:। "নয়নচারা" ১৯৪৫ সালে পূর্বাশা লিমিটেড, পি,১৩ গনেশ চন্দ্র এভিন্যু, কলকাতা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। মুঠোর মত ছোট্ট একটি গল্প "নয়ন চারা"। নয়ন চারা একটি গ্রামের নাম। যে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ময়ূরাক্ষী নামে এক নদী। সেই নদী পাড়ের গ্রাম থেকে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বহু লোক এসেছে শহরে দুটি ভাতের লোভে, কারন শহরে লঙ্গরখানা আছে বড় লোক আছে সেই ছিন্নমূল মানুষদের একজন আমু তার নষ্টালজিয়া, স্মৃতিচারন এবং তাদের সকলের নির্মম পাচালী "নয়ন চারা" গল্পে নয়ন চারা নিছক একটি গ্রাম থাকেনা। ভাত মাছ স্নেহমায়ামমতার প্রতীক হয়ে ওঠে নয়ন চারা। বাংলাদেশের প্রতিভূ গ্রাম হয়ে ওঠে। পথের উপর শুয়ে শুয়ে আমুর "ঘনায়মান কালোরাতে জনশূন্য প্রশস্ত রাস্তাটাকে ময়ূরাক্ষী নদী বলে কল্পনা করতে বেশ লাগে।* এই গল্পটি ১৩৫০ সনের মন্বন্তরের মানচিত্র দুর্ভিক্ষ ও দুঃখের গল্প।

---

* এই গল্পটি ১৩৫০ সনের মন্বন্তরের মানচিত্র দুর্ভিক্ষ ও দুঃখের গল্প।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুযাত্রা :

পঞ্চাশের মন্বন্তরে তিনি ধারন করেছেন আরো একটি গল্পে সেটা হ'ল "মৃত্যু যাত্রা"। এটা একটা কাহিনী প্রধান গল্প। একক কোন নায়ক নেই এই গল্পের, নায়ক একদল মেয়েপুরুষ: তিনু, কারিম, কমলি, আসনার ময়না, হাজুর বাপ ওমা, আনু হালুর মা, বছি মিয়ার বউ ও দুটো ছেলে। কালুর বউ, তোতা প্রভৃতি। কিংবা বলা যায় নায়ক ১৩৫০ এর দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যের এটি প্রতিভূ গল্প। সারাবাংলাদেশের অনাহার ক্লিষ্ট জীবন্মৃত মানুষ যেন মিছিল করে মৃত্যুর দিকে যাত্রা করেছে। দুর্ভিক্ষের তাড়া খেয়ে হাজার হাজার বুভুক্ষু গ্রামবাসী হাজার বছরের ভিটে মাটি ছেড়ে যাচ্ছে শহরে দুটো ভাতের আশায়। এ কাহিনীতে কোন কেন্দ্রীয় চরিত্র নেই এ যেন সারা দেশেরই লক্ষ লক্ষ মানুষের গল্প। পথে যেতে যেতে দলের এক বুড়ি হাজুরমা মারা গেল অনাহারে। সেই মৃতদেহটাকে নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাকে কেন্দ্র করে নিরন্ন মানুষের দুঃখের কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক। এ কাহিনী দুর্বিসহ অসহ্য। মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে জয়নুল আবেদীনের চিত্রাবলী যেমন রেখার কবিতা, তেমনি বলা চলে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর গল্প দুটি ভাষায় আঁকা ছবি।

• রবীন্দ্রনাথের শিশুতীর্থ "কবিতার কথা মনে আসে স্বাভাবিক ভাবেই।

Dhaka University Institutional Repository

পরাজয় :

একটি মৃতদেহ ও তিন জন জীবিত মানুষের গল্প অর্থাৎ জীবনের ও মরনের গল্প "পরাজয়"। সমসাময়িক কথাশিল্পী শওকত ওসমান ওয়ালী উল্লাহর সদ্য মৃত্যুত্তর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে "লাল সালু" উপন্যাস প্রসংগে লিখেছিলেন," ওয়ালী উল্লাহর নিসর্গ কল্পনা কিন্তু উপন্যাসের পটভূমি রচনার উদ্দেশ্য ব্যবহৃত নয়। বরং তা উপন্যাসের অলংকার বিশেষ। কতকতার বিবৃতি না দিয়ে যেন পাঠকের দৃষ্টি কিছুক্ষনের জন্য অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা। কিন্তু প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু উপন্যাসে নয়, গল্পে নিসর্গ কথকতার মোটিভ বা উদ্দেশ্যের সংগে বিধৃত।" এই উক্তি "পরাজয়" গল্প প্রসংগে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নিসর্গ গল্পের সহযোগী চরিত্র। রোদ্র ও মেঘের বিশেষ ভূমিকা আছে এই গল্পে। গল্প আরম্ভ হয়েছে এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে।

ওয়ালী উল্লাহ এখানে জীবনের কাছে মৃত্যুর পরাজয়ের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। মৃত্যুর প্রেক্ষিতে এযেন জীবনের গল্প সাপে কাটা স্বামীর মৃতদেহ পড়ে আছে ঘরে। নদীর চরে তাদের কুটিরে এসেছে মৃতের দুই যুবক বন্ধু। শোকে বিহ্বল কুলসুম বলছে তাদের: "কলা গাছের ভেলায় কইর্যা ওরে তোমরা ভাসাইয়া দেও, আর আমি থাকুমনে।" কারন সে বেহুলার গল্প জানে। কিন্তু বেহুলাতো পরাজিত হয়েছিল মৃত্যুর কাছে, কিন্তু কুলসুম পরাজিত করে মৃত্যুকে। দুঃখী ও গরীব বলে তাদের কাছে মৃত্যু ততো অস্বাভাবিক, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক নয়, তাদের জীবন নর্ম বিলাসে ও মেলায়েম সুবেদী আবরনে ঘেরা নয় বলে মৃত্যুকে তারা বড় করে দেখেনা। বরং সেটা যেন তাদের কাছে মুক্তি, অর্থশূন্য একটানা নিষ্ফল শ্রমের অবসান। তাছাড়া ওদের ব্যথার ভাষাও সংকীর্ন ও সংক্ষিপ্ত বলে ওরা নীরব হয়েই রইলো, এবং এতো নীরব হয়ে রইলো যে, মনে হয় মৃতক্ষমির আনার আস্তিত্ব লাভ করছে। আর জীবনের শেষে যে অনন্ত অজ্ঞাত রহস্য সেরহস্যের স্পর্শে তার প্রানশূন্য নিশ্চল দেহ ঘিরে সুক্ষ্ন হাওয়ার মাঝে একটা অস্পষ্ট বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

এগল্পে ঘোষিত হয়েছে দুঃখের কাছে শোকের, জীবনের কাছে মরণের পরাজয়। জীবনের ঝোঁক জীবনের দিকেই। কিন্তু বাস্তবে জীবন ধাবিত হচ্ছে মৃত্যুর দিকে। তবু জীবনবাদী ওয়ালী উল্লাহ ঘোষণা করেছেন জীবনের জিন্দাবাদ, সমাজ চিত্রের প্রসঙ্গে বলতে গেলে*
সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর সৃষ্টি করা গল্পে যতটা নির্মম নিবিড় ও নিখুঁত ভাবে এসেছে দেশের মানুষ পূর্ব বাংলার খুব কম লেখকের লেখায়ই তা পাওয়া যায়। "নয়ন চারা" "মৃত্যু যাত্রা" পরাজয় ছাড়াও "জাহাজী" খুনী" রক্ত চাঁদের বক্রতায় "এবং "সেই পৃথিবী গল্প কয়টিতেও কম বেশী প্রেম প্রত্যাশী : আশ্রয় আকাংখী মানব হৃদয়ের ঐশ্বর্য ও দারিদ্র চিত্রিত হয়েছে। নয়ন চারার অন্যান্য সব গল্পেই সমাজের একেবারে নিম্নস্তরের খেটে খাওয়া মানুষের বাস্তব জীবনের ও অন্তর্জীবনের গাথা।

---

* "সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ: শওকত ওসমান। ১৫ই জানুয়ারী-১৯৭২ সাপ্তাহিক দেশ।

Dhaka University Institutional Repository

দুই তীর:

এটি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর আর একটি ছোট গল্পের বই। এটি প্রকাশিত হয় আগস্ট ১৯৬৫ সালে নওরোজ কিতাবিস্তান বাংলা বাজার-নিউ মার্কেট, ঢাকা থেকে। "দুই তীর" এর গল্পগুলো হলো: দুইতীর, একটি তুলসী গাছের কাহিনী, পাগড়ী, কেরায়া নৌকা, নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা, গ্রীষ্মের ছুটি, মালেকা, স্তন এবং মতিন উদ্দিনের প্রেম।

লেখকের দুই তীর গল্পে সমাজের মধ্যশ্রেণী ও উচ্চমধ্য শ্রেণী প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি এই গল্প গ্রন্থে আলো ফেলেছেন সমাজের উচ্চ মধ্য বিত্ত ও বুর্জোয়া মুৎসুদ্দী শ্রেণীর ভিতর বাড়িতে সেখানকার আপাত উজ্জ্বলতার আড়ালে যে হতাশা, বন্ধ্যা, দীনতা, নিষ্প্রেম-তারই চিত্রাংকন করেছেন তিনি। এই গ্রন্থের আর একটি গল্প হচ্ছে, "একটি তুলসী গাছের কাহিনী"। এই গল্পটি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর সমাজ সচেতনতার দীপ্ত স্বাক্ষর। ঢাকা থেকে প্রকাশিত "নয়া-সড়ক" নামক একটি সাহিত্যপত্রে গল্পটি প্রথম বেরোয় ১৯৪৮ সালে, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে স্বদেশ বিভক্তির করুণ পটভূমিতে এটি একটি প্রতিনিধি গল্প।

পাগড়ী:

এটি এক নিঃশব্দতার গল্প। এই গল্পে নেই একটিও সংলাপ। এই গল্পটি বাঙালী মুসলমানের সামন্ত বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া মুৎসুদ্দী সমাজের চিত্র বহন করে। এই সামন্ত মুৎসুদ্দী সমাজে পুরুষেরই প্রতাপ, পুরুষ সেখানে প্রভুঃ স্বার্থপর। স্বেচ্ছাচারী ও লোভী, নারী এখানে বন্দিনীই শুধু নয় সে নির্যাতনের পাত্রী, সেবিকা বা ক্রীতদাসীর চেয়ে বেশী কিছু নয়, পুরুষের নির্যাতনে অভিশপ্ত তার জীবনঃ সে শাসনে ও শোষনের বস্তুমাত্র। একসময় মুসলমান বুর্জোয়া সমাজের অন্যতম ব্যাধি ছিল বহু বিবাহ। এই সমাজের পুরুষদের একাধিক বিয়ের প্রতি আসক্তি ওয়ালী উল্লাহকে পীড়িত করেছিল। অসম্ভব রকম বেশী। তিনি নিজে এই শ্রেণীতে জন্ম গ্রহন করেও এদের প্রতি ছিলেন ক্ষমাহীন? তাই তার লেখায় বিশেষ করে ছোট গল্পে, এদের জব্দ করে আনন্দ পেতেন। "পাগড়ির" খান বাহাদুরের পাগলী স্ত্রী এই সমাজের অবহেলিতা নারীর প্রতীক, খান বাহাদুর লোভী ও নির্বিবেক পুরুষের।

Dhaka University Institutional Repository

নাটক :

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ মাত্র তিন খানি নাটকের বই লেখেন। তবে এতেই তিনি সমাজের প্রতি যে আলোকপাত করেছেন তা বিরল। নাটকের বই গুলো হচ্ছে : "বহিপীর" "তরঙ্গভঙ্গ" ও "সুড়ঙ্গ"।

"বহিপীর" :

এটি প্রকাশিত হয় প্রথমে ১৯৬০ সালে এবং এর দ্বিতীয় সংস্করন বের হয় ১৯৭০ সালে, গ্রীনবুক হাউজ লিমিটেড, ৮৫ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে। এই নাটকে একজন মিথ্যেবাদী অন্যজন মিথ্যেবাদীর মুখোমুখি। প্রথম জন জমিদার, জমিদারী লাটে উঠেছে, খবরটি জমিদার ভদ্রলোক লুকিয়ে রেখেছে তার স্ত্রী ও বয়স্ক পুত্রের কাছে। অপরজন পীর, পলাতকা স্ত্রীর অন্বেষী, খবরটি লুকিয়ে রাখা হয়েছে। দুজনের সাক্ষাত এবং সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ উন্মোচিত হতে থাকে সত্য এবং সত্যের তীব্রতায় থেকে যেতে থাকে মিলনের বিভিন্ন উর্ণাজালে।

"তরঙ্গ ভঙ্গ" :

- এটি প্রকাশিত হয় প্রথম আষাঢ় ১৩৭১ সনে বাংলা একাডেমী হতে। পরবর্তী প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলা বাজার, ঢাকা থেকে।

এই নাটকটিতেও পরিলক্ষিত হয় ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব জয়াল এবং উত্তাল শ্রেনী-বিন্যাস্ত সমাজে। ন্যায়ের প্রতীক বিচারক শ্রেনী বিত্তশ সমাজের বিবেকের যন্ত্রনায় খান খান হন, অন্যায়ের বিপক্ষে সোচ্চার হলে সামাজিক চাপে এবং নিজের যন্ত্রনায় দগ্ধ হয়ে মরে যান। নতুন বিচারকের বিবেকের বালাই নেই, তিনি রায় দেন, এবং সেই রায় বিদ্যমান অন্যায় ও শোষনের পক্ষে।

"সুড়ঙ্গ" :

- এই নাটিকার বইটি প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯৬৪ সালে বাংলাএকাডেমী ঢাকা থেকে। এই নাটকটিও সমাজের লোভী ও ছলনাময়ীদের দিকপাত করেছে। পারিবারিক গুপ্ত ধনের লোভে উন্মত্ত হচ্ছে ভাইপো এবং ভাইপোর বন্ধু, বিশ্বাসঘাতকতা তাদের হাতিয়ার। একটা বিশ্বাসহীন আবহাওয়ার মধ্যে ঘটনা ঘটেছে, এই বিশ্বাস হীনতার উন্মীলন ঘটেছে একটি কিশোরীর বিবাহের সময়ে। কিশোরীটি জানে গুপ্ত ধন নেই, এটা একটা মিথ্যা, মিথ্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে লোভ, লালসা, ছলনা।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ

" সাহিত্য পুরস্কার " :

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ নাটক উপন্যাস ও ছোট গল্পের জন্য ছোট বড় চারটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬২ সালে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান।

১৯৬৫ সালে তাঁর ছোট গল্প " দুই তীর " প্রকাশিত হয় এবং এর জন্য তিনি আদমজী পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ যোগ্য যে, ১৯৫৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত এর সম্মেলনে বাংলা নাটকের প্রতিযোগীতায় " বহিপীর " দ্বিতীয় পুরস্কার অর্জন করে। তিনি তাঁর "সুড়ঙ্গ" নাটকটি লিখেও পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

এই জাতীয় পুরস্কার গুলো পেয়ে তিনি যে, এগুলোকে মূল্য খুব কম দিতেন তা তাঁর কথায় বুঝা যায়। ১৯৬৪ - তে " চাঁদের অমাবস্যা " প্রকাশিত হবার পর তার প্রকাশক মোহাম্মদ নাসির আলী " আদমজী " পুরস্কারের জন্য প্রেরন করেন। কিন্তু তা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হয় না। তা জানার পর ওয়ালী উল্লাহ কিছুটা ক্ষুন্ন বা অভিমানী হন। এবং পুরস্কারের বিচারকদের বুদ্ধিমত্তা রুচি ও সাহিত্যবোধ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এরপর থেকে তিনি এদেশের সাহিত্য পুরস্কারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন। *

---

* গ্রন্থকার সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, মোহাম্মদ নাসির আলী, দৈনিক বাংলা, ৩১শে অক্টোবর ১৯৭১।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদ :

রাজনৈতিক সচেতনতা:

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর শৈশব কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হয় এক উত্তাল ও উষ্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে। যদিও তিনি রাজনীতির সংগে সরাসরি সংশ্রব কোনদিনই রাখেন নি। তিনি যে সময় জন্ম গ্রহন করেন সে সময় কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিলনা রাজনৈতিক বিষয়ে উদাসীন থাকা। কোনদিন সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহন না করলেও তিনি চিরদিনই ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির স্বপক্ষে এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল। সারাজীবন তিনি ছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরুদ্ধে।

ষাট দশকে প্রকাশিত Ugly Americans গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে তিনি লেখেন Ugly Asians নামে একটি বই। এই বইতে তার একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ তাঁর রাজনীতি সচেতন মনের পরিচয় রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপে রাজনৈতিক তৎপরতা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। এই সময় প্যারিসে অবিস্মরনীয় যে আন্দোলন ঘটে। সেই আন্দোলনের স্পর্শে তিনি প্রত্যক্ষ করে মাওসেতুং পন্থি সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুকে পড়েন। তিনি বলতেন মার্কসবাদ যদি মানবিক হয় তবে আমি একজন মার্কসবাদী। কিন্তু আক্ষরিক অর্থে আমরা তাকে মার্কসবাদী বলবোনা, যদিও মার্কসবাদের যোজন দূরত্বে তিনি অবস্থান করতেন না।

ব্যাক্তিগত জীবনে শান্ত, নম্র ও নিরুপদ্রব জীবন যাপনে অভ্যস্ত হওয়া সত্বেও ওয়ালীউল্লাহ ক্রমাগত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন। '৬৮ তে ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় ডায়ালেক্স : শিল্প সাহিত্যও সমাজে তার প্রতিক্রিয়া শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার। ওয়ালীউল্লাহ সাহেব ছিলেন সেই আলোচনার অন্যতম মুখ্য তত্বাবধায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আন্দোলন যখন শেষ পর্যায়ে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা যখন অনিবার্য সেই ১৯৪৬ সনে তিনি আরো অনেকের সংগে সোহরাওয়ার্দী ও শরৎবসুর বৃহত্তর স্বাধীন বাংলার দাবীতে সমর্থন দেন।

যেসময় তিনি লেখক হিসাবে প্রকাশ লাভ করেন তখন বাংলাদেশ একটা অস্থির ও অশান্ত সময় অতিক্রম করছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছিল তখন। তিনি সেই মুক্তি যুদ্ধে প্যারিসে বসেই সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। ফরাসী একাডেমীর সদস্য পিয়ের এমানুয়েল, আঁদ্রে মালরো প্রমুখের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে তিনি বিশ্বজনমত গঠনে চেষ্টা চালান। নিজের অল্প আয় থেকেই ওয়ালীউল্লাহ যখন যা পারতেন কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধে চাঁদা পাঠাতেন। পাঠাতেন কিন্তু নীরবে, নিশ্চুপে, অপ্রকাশ্যে। তাঁর যেসব বন্ধু বান্ধব এক কাপড়ে দেশ ছেড়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন তাদের জন্য তিনি পাঠাতেন জামা কাপড়। সর্বোপরি তিনি ছিলেন অসামান্য অস্থিরতায় ও উত্তেজনায়। দেশের শত শত মানুষ প্রতিদিন বর্বর পাকসেনাদের বন্দুকের নলের মুখে আত্মাহুতি দিচ্ছে, এ খবর ফরাসী পত্র পত্রিকায় না বের হলেও তাঁর কাছে গোপন ছিলনা। তাতে উত্তেজিত হতেন চিরচাপা স্বভাবে ওয়ালীউল্লাহ, যার পরিনামে রক্তচাপ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায় এই অনিন্দ্যসুন্দর সুঠামদেহের পুরুষটির। এই অবস্থায় ১০ই অক্টোবর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তিনি দেশের জন্যে দৈনিক আঠার বিশ ঘন্টা কাজ করতেন। তাই মনে হয়, তিনিও যেন মুক্তি যুদ্ধেরই একজন শহীদ সহযোদ্ধা।

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদ :

মৃত্যুঃ

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর মৃত্যু চেতনা ছিল প্রখর। তিনি ১৯৭১ সালের ১০ই অক্টোবর গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে প্যারিসের মেঁদে তাঁর বাসভবনে মারা যান। তাঁর সামান্য ডায়াবেটিস ছিল। তিনি মাত্র ৪৯ বছর বয়সে অকালে মৃত্যুবরণ করেন। একে আমরা অকাল মৃত্যুই বলবো কেন না, তাঁর মতো এমন একজন অনন্য প্রতিভা আমাদের জাতি থেকে অকালে খসে গেল। তিনি যদি আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতেন তাহলে আমরা তাঁর আরো অবদান দেখতে পারতাম।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি প্যারিসে বসেই স্বাধীনতার জন্য কাজ করে যান। তিনি তখন দৈনিক আঠার ঘন্টা বিনা মজুরী কাজ করতেন। ঐ সময় তিনি ছিলেন বেকার। খুব সম্ভব এই বেকারত্ব জীবন যাপন ও দেশের জন্য নানা চিন্তা ভাবনাই ছিল তাঁর এই অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারন। তিনি যে দেশের জন্য আমরন শক্তি দিয়ে কাজ করে যেতেন তাতে আমরা বলবো তিনি যেন মুক্তি যুদ্ধেরই একজন শহীদ সহযোদ্ধা। তিনি তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যান। মৃত্যুর পর দিন প্যারিসের বাঙালীরা এবং ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের ফরাসী ও নানা দেশী বন্ধু বান্ধব শহরতলী মেঁদে এর গোরস্তানে তাঁকে চিরশয্যায় শুইয়ে দিয়ে আসেন।

১০ই অক্টোবর যেদিন ওয়ালী উল্লাহ সাহেব মারা যান তখন তুমুল লড়াই চলছে দুর্জয় মুক্তি সেনাদের সংগে। দুরাত্মা খান সেনাদের অত্যাচারের জ্বালায় দেশের আনাচে কানাচে বহু কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী ছিলেন পলাতক। কেউ প্রবাসে, কেউ কলকাতায় কেউ অন্যত্র এমন অবস্থায় তখন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের জন্য তেমন কিছু করা সম্ভব হয়নি। তবে ১৪ই অক্টোবর বাংলা একাডেমীতে সৈয়দ মুর্তজা আলীর সভাপতিত্বে এক ছোটখাটো শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আবুজাফর শামসুদ্দিন, আলোচনা করেন। কবীর চৌধুরী, কবীর আলহেলাল প্রমুখ তাঁর সাহিত্য কর্ম নিয়ে আ-

Dhaka University Institutional Repository

পরদিন, ১৫ ই অক্টোবর ঢাকাস্থ তদানিন্তন পাকিস্তান কাউন্সিলে এক মামুলি "স্মৃতি সভা" হয়, তাতে সভাপতি ছিলেন কবি সানাউল হক এবং ডঃ আশরাফ সিদ্দীকী। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর অগ্রজ সৈয়দ নসরুল্লাহ, তাঁর বন্ধু ও সহপাঠি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানিন্তন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ এ, কে নাজমুল করিম তাঁর জীবনের উপর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

দশম পরিচ্ছেদ

অবদান :

যে কোন ব্যক্তির জীবন বেদ তৈরী হয় তার ব্যক্তিগত পারিবারিক, সামাজিক ও শিক্ষা - দীক্ষার প্রকৃতি ও পরিমানের প্রেক্ষিতে। কোন অসাধারন মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক অর্থাৎ ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা ছাড়া তাঁর জীবন ও কর্মের বিচার তথা অবদান সম্পুর্ন হতে পারেনা। তেমনি সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর মত ব্যক্তির জীবন আলোচনা করলে সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার যথেষ্ট অবদান দেখতে পাওয়া যায়।

সাহিত্য অবদান :

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর গুরুত্ব পুর্ন অবদান ছিল। এই অবদানের কথা প্রেসিডেন্ট স্বীকার করলেও দেশের সরকার এবং সরকারের পৃষ্ঠ পোষকতায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমুহ ও দেশের ক্ষমতাসীন কবি সাহিত্যিকগন সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর ব্যাপারে এক রহস্যজনক নীরবতা অবলম্বন করেন। এই ব্যাপারটির জন্য জাতিকে তথা বর্তমান সাহিত্য সমাজকে শুধু যে পরবর্তী বংশধরদের কাছেই জবাবদিহি করতে হবে তাই নয় আমরা অভিশপ্ত হেয় হয়ে থাকবো।

মুক্তি সংগ্রামে অবদান :

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর মুক্তি সংগ্রামের অবদান অসামান্য। তিনি সরাসরি না হলেও প্যারিসে বসেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহন করেন। তিনি ফরাসী একাডেমীর সদস্যদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে মুক্তি যুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করেন। তিনি ফরাসী বুদ্ধিজীবিদের সংগেও যোগাযোগ করেন এবং তাঁদের বুঝান এই ন্যায় সংগত যুদ্ধের গুরুত্ব। পরে সার্ত এবং মালরো বাঙালীদের প্রতি প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন ঘোষনা করেন। এর সবই সম্ভব হয়েছিল সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর কারনে। তিনি নিজের স্বল্প আয় থেকেই যখন যা পারতেন কলকাতায় মুক্তি যুদ্ধ তহবিলে পাঠাতেন। তবে তিনি সব কিছুই করতেন নীরবে নিভৃতে এবং অপ্রকাশ্যে সর্বপরি তিনি ছিলেন অসামান্য সহিষ্ণুতা ও উত্তেজনায়। তারপর বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ চলাকালীন তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যদি এই অকাল মৃত্যুবরণ না

Dhaka University Institutional Repository

না করতেন তাহলে তিনি আরো কিছু অবদান রেখে যেতে পারতেন। এটা বুঝা যায় তার দেশ প্রেম থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ পরিচ্ছেদ

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবনের ঘটনাপঞ্জী :

১৯২২ - ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্ম গ্রহন করেন। পিতা : সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ। মাতা : নাসিম আরা খাতুন ওরফে নাসিমা। মৃত্যুকালে পিতা ছিলেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক। তাঁর মাতা ছিলেন চট্টগ্রামের অন্যতম অভিজাত পরিবারের মেয়ে। অতি অল্প বয়সে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ মাতৃহীন হন।

১৯৩০ - তাঁর মাতা নাসিম আরা খাতুন পরলোক গমন করেন।

১৯৩৯ - কুট্টিগ্রাম হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন।

১৯৪১ - প্রথম বিভাগে আই, এ, পাশ করেন।

১৯৪৩ - ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে ডিসটিংশন সহ বি, এ, পাশ করেন।

১৯৪৫ - ২৬শে জুন পিতৃবিয়োগ। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম, এ, পড়েন। "দি স্টেটসম্যান" এ সহ সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন। "কন্টেমোরারী" নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করেন। "কমরেড পাবলিশার্স" নামে একটি প্রকাশনা সংস্থাও খোলেন এবং ডব্লিউ, এইচ, হান্টার এর "দি ইন্ডিয়ান মোসলমানস" পুর্নমুদ্রিত করেন। পুর্বাশা লিমিটেড কলকাতা থেকে বের হয় তাঁর প্রথম গ্রন্থ "নয়ন চারা"।

১৯৪৭ - "দি স্টেটসম্যান" এর চাকুরী ছেড়ে দিয়ে তদাবিনুন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক হিসাবে যোগদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৯ - প্রথম উপন্যাস "লাল সালু" কমরেড পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বার্তা সম্পাদক রূপে করাচীতে রেডিও পাকিস্তানে যোগদান করেন।

১৯৫১ - ৫ই মে নয়াদিল্লীতে পাক দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারীর মর্যাদায় প্রেস এটাশী হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৫২ - অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীতে ২৭শে অক্টোবর প্রেস এটাশী হয়ে বদলী হন।

১৯৫৪ - ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত সিডনীতে প্রেস এটাশী ছিলেন। ১৪ই অক্টোবর থেকে তথ্য অফিসার হিসাবে ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য অফিসে বদলী হন। দেড় বছর এ চাকুরী করেন।

১৯৫৫ - "বহিবীর" লেখেন এবং পেন এর একটি আঞ্চলিক পুরস্কার পান। ৩রা অক্টোবর বিয়ে হয় করাচীতে। তাঁর ফরাসীনী স্ত্রীর নাম অ্যান মারি লুই রোজিতা মার্সেল থিবো। বিয়ের আগে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন এবং নাম রাখেন আজিজা মোছাম্মৎ নাসরিন, তাঁদের বিয়ের দেনমোহর পাঁচ হাজার টাকা।

১৯৫৬ - জাকার্তায় দক্ষিন পুর্ব এশিয়ার তথ্য পরিচালক রূপে ২৮শে জানুয়ারী বদলী হন। দেড় বছর এ পদে ছিলেন।

১৯৫৭ - তথ্য পরিচালকের পদটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় জাকার্তায় পাক দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারীর মর্যাদায় প্রেস এটাশী হন।

১৯৫৮ - ডিসেম্বরে জার্কাতা থেকে করাচী বদলী হন। তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয়ে অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি রূপে। তখন দেশে সামরিক আইন।

১৯৫৯ - ১৬ই মে থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত অস্থায়ী ভাবে লন্ডনে প্রেস এটাশী ছিলেন। ১৯শে অক্টোবর জার্মানীর বন্-এ প্রেস এটাশী রূপে যোগদান করেন।

১৯৬০ - ফেব্রুয়ারীতে প্রথম সেক্রেটারী রূপে পদোন্নতি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১ - ১লা এপ্রিল প্যারিসে একই পদে বদলী হন। শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। "লাল সালু"র ফরাসী অনুবাদ প্যারিস থেকে বের হয়।

১৯৬৪ - "চাঁদের অমাবস্যা", "সুড়ঙ্গ" এবং "তরঙ্গ ভঙ্গ" প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫ - "দুই তীর" প্রকাশিত হয় এবং এটার জন্য "আদমজী পুরস্কার" লাভ করেন।

১৯৬৭ - ৮ই আগষ্ট, পি-৫ গ্রেডে প্যারিসেই ইউনেস্কোতে প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট রূপে যোগদান করেন। বেতন বছরে ১৫,২৮১ মার্কিন ডলার।
"লাল সালু"র ইংরেজী রূপান্তর"
ইউনেস্কোর সহযোগীতায় লন্ডনের প্রকাশনা সংস্থা
থেকে বের হয়।

১৯৬৮ - "কাঁদো নদী কাঁদো" প্রকাশিত হয়।

১৯৬৯ - ১৮ই ডিসেম্বর এক যুগ পরে সপরিবারে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সাহিত্য মহলে সংবর্ধিত হন। এক মাস ছিলেন দেশে।

১৯৭০ - পুনরায় কয়েক দিনের জন্য দেশে আসেন, একা। ৩১শে ডিসেম্বর ইউনেস্কো থেকে চাকুরীচ্যুত হন।

১৯৭১ - ২৬শে মার্চ মুক্তি যুদ্ধ শুরু হলে প্যারিসে বসেই স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে থাকেন। তখন তিনি বেকার।
১০ই অক্টোবর গভীর রাতে মস্তিস্কে রক্তক্ষরন হয়ে তার মৃত্যু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তাঁর সম্পর্কে লেখা বই ও প্রকাশনা :

আবুল মাকসুদ, সৈয়দ।

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবন ও সাহিত্য, প্রথম খন্ড, ঢাকা, মির্জা বুকস্, ১৯৮১। ৩৬৭ পৃঃ। দ্বিতীয় খন্ড - ১৯৮৩। ৩৩৯ পৃঃ।

এই বইতে তাঁর জীবন ও সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ বিবরন পাওয়া যায়।

মনজুরে মওলা (সম্পা)

উত্তরাধিকার, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

১৯৪ পৃঃ।

সূচী :

১। সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর ছোট গল্প - আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১-৩৩ পৃঃ।

২। মুক্তিহীন শঙ্কা : সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর উপন্যাস, "কাঁদো নদী কাঁদো" - কাজী মোস্তায়ীন বিল্লাহ। ৩৪-৫২ পৃঃ।

৩। নাটকে তাঁর লড়াই - বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। ৫৩-৫৭ পৃঃ।

৪। "নয়ন চারা" - সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ। ৫৮-১১৫ পৃঃ।

৫। পিতৃভূমিতে পর্যটন - সেলিনা হোসেন। ১১৬-১৭ পৃঃ।

উত্তরাধিকার সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহকে নিবেদিত সংখ্যা। এখানে বিভিন্ন লেখক, লেখিকা সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ সম্পর্কে তাঁর জীবনের টুকিটাকি ঘটনা ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পত্র পত্রিকায় লেখা তাঁর প্রকাশনা ঃ

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি ওয়ালী উল্লাহর এমন অনেক গল্প বিভিন্ন পত্র পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে। ১৩৪৮ সনের প্রথম লেখা থেকে আরম্ভ করে ১৩৫৬ সন পর্যন্ত "সওগাতে"র বিভিন্ন সংখ্যায় তিনি গল্প লিখেছেন। অর্থাৎ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বছর দুই পর্যন্ত তিনি "সওগাত" পত্রিকায় লিখেছেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি "সওগাতে" ত্রিশটি লেখা দিয়েছেন। এই ত্রিশটির মধ্যে যে লেখাগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে তা হলো ঃ-

"অবসর কাব্য"।

সওগাত, কলকাতা, ২৮শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩৫০।

"ও আর তারা"।

সওগাত, কলকাতা, ২৬শ বর্ষ, পৌষ ১৩৫০।

"কালচার"।

সওগাত, কলকাতা, ২৭শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৫২।

"খন্ড চাঁদের বক্রতায়"।

সওগাত, কলকাতা, ২৫শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫০।

"খেয়া"।

সওগাত, কলকাতা, ২৬শ বর্ষ, ফালগুন, ১৩৫০।

"চিরন্তন পৃথিবী"।

সওগাত, কলকাতা, ২৪শ বর্ষ, পৌষ, ১৩৪৮।

"ছায়া"।

সওগাত, কলকাতা, ২৫শ বর্ষ, মাঘ, ১৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

" ঝড়ো সন্ধ্যা " ।

সওগাত, কলকাতা, ২৪শ বর্ষ, বৈশাখ,১৩৪৯ ।

" নকল " ।

সওগাত, কলকাতা, ২৯শ বর্ষ, ফাল্গুন,১৩৫৩ ।

" নানীর বাড়ীর মেলা " ।

সওগাত, কলকাতা, ৩২শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫৬ ।

" পথ বেঁধে দিলে " ।

সওগাত, কলকাতা, ২৪শ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৪৯ ।

" প্রকল্প " (কবিতা) ।

সওগাত, কলকাতা, ২৫শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৯ ।

" প্রবল হাওয়া ও ঝাউগাছ " (কণিকা) ।

সওগাত, কলকাতা, ২৫শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৫০ ।

" বুবু " ।

সওগাত, কলকাতা, ৩০শ বর্ষ, ১০/১১ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৫৫ ।

" মানসিকতা " ।

সওগাত, কলকাতা, ২৭শ বর্ষ, মাঘ, ১৩৫১ ।

" মৃত্যু " ।

সওগাত, কলকাতা, ৩০শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩৫৫ ।

" রঙ ও আকাশ " ।

সওগাত, কলকাতা, ২৯শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ ।

" স্বপ্নের অধ্যায় " ।

সওগাত, কলকাতা, ৩১শ বর্ষ, অগ্রহায়ন, ১৩৫৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

"স্বগত"।

সওগাত, কলকাতা, [illegible]শ বর্ষ, [illegible], ১৩৫[illegible]।

"সূর্যালোক"।

সওগাত, কলকাতা, ২৭শ বর্ষ, শ্রাবন, ১৩৫২।

"সবুজ মাঠ"।

সওগাত, কলকাতা, ২৬শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩৫০।

"হেমেরা"।

সওগাত, কলকাতা, ২৫শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৫০।

এ ছাড়া মাসিক "মোহাম্মদী"তে যে সব লেখা প্রকাশিত হয়েছে, যার প্রায় সবগুলোই আজো অগ্রন্থিতঃ সেগুলোর মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত রচনাবলীর সন্ধান পাওয়া গেছে:

"অনুবৃত্তি"।

মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৯।

"একাডেমী অব ফাইন আর্টস এক্সিবিশন"।

মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৫১।

"চৈত্র দিনের এক দ্বিপ্রহরে"।

মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৫০।

"তুমি"

মৃত্তিকা, কলকাতা, ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, গ্রীষ্ম, ১৩৫০।

"দূর্বা"।

মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

" প্রাস্থানিক " ।

মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৯ ।

" স্বপ্ন নেবে এসেছিল " ।

মোহাম্মদী, কলকাতা, ১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ, ১৩৫০ ।

" মাহে নও " পত্রিকায় প্রকাশিত এবং অগ্রন্থিত যে ক'টি ছোট গল্পের সন্ধান আমি পেয়েছি তা নিম্নে যোজিত হলো :

" তার প্রেম " ।

মাহে নও, কলকাতা, ১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৬৫ ।

" না কান্দে বুবু " ।

মাহে নও, কলকাতা, ১৭শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৬১ ।

" বংশের ছেলে " ।

মাহে নও, কলকাতা, ১৬শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, শ্রাবন, ১৩৫৬ ।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা ও সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ ঃ

"লাল সালু"।

দ্বিতীয় সংস্করন, ঢাকা, কথা বিতান, ১৯৬০।

১৪৮ পৃঃ।

La arbre Sans racines France editions of Lal Shalu, tre. by. Anne-Marie Thibaud. Editions du Seuil, 27 rue Jacob, Paris VI, 1963.

Dhaka University Institutional Repository

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর লিখিত গ্রন্থাবলী ঃ

উপন্যাস ঃ

" কাদো নদী কাঁদো" ।

ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮ ।

২৬২ পৃঃ ।

এই উপন্যাসে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সংকটের রূপায়ন। চেতন অবচেতন লোকে ভ্রাম্যমান মানুষের অস্তিত্ব ও জিজ্ঞাসার নিপুন ছবি এই উপন্যাস। এখানে মানুষের চৈতন্য এবং জীবনের সমগ্র ও অন্তর্জীবনের অনুসন্ধিৎসাই মোটামুটি রূপ পেয়েছে।

" চাদের অমাবস্যা" ।

ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তানি, ১৯৬৪ ।

১৮০ পৃঃ ।

" চাঁদের অমবস্যা" প্রবাহ বহির্মুখী নয় অন্তর্মুখী। লেখক নায়কের বৃত্তির নয় তার প্রবৃত্তির ব্যবচ্ছেদ করেছেন। বাইরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর বিচার ও বিশ্লেষন হচ্ছে অর্ন্তজগতে। চেতনার বিবৃতি " চাঁদের অমাবস্যা"র উপজিব্য। এই উপন্যাসের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হলো। এতে কোন নারী চরিত্র নেই। কেবল মাঝির বউটি ছাড়া, সে এই উপন্যাসের কেউ নয় তবে তার মৃত্যুর ঘটনাটি কাহিনীর কেন্দ্র বিন্দু।

" লাল সালু" ।

ঢাকা, কথা বিতান, ১৯৬০ ।

১৪৮ পৃঃ ।

বদ্ধ সমাজের শোষন ও অত্যাচারের পটভূমিতে ব্যক্তি জীবন জিজ্ঞাসার রূপায়ন এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র " মাজার" ব্যবসায়ী প্রতারক মৌলভী মজিদের

Dhaka University Institutional Repository

ক্রিয়াকলাপ চিত্রনের মাধ্যমে লেখক এই শোষন ও প্রতারনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ গড়ে তুলেছেন, ব্যক্তির জীবনের ব্যর্থতা, অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতা প্রাধান্য পেয়েছে।

ছোট গল্প :

" দুইতীর " ।

ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৫।

১৪৩ পৃঃ ।

মিলন অসম্ভব নদীর দুই তীরের মতো আফসার উদ্দিন ও হাসিনার দাম্পত্য জীবন। এই গল্পে লেখক আফসার উদ্দিন-হাসিনার অসুখী দাম্পত্য জীবনের এক ভয়ংকর চিত্র অংকন করেছেন। উচ্চ শ্রেনী ও নিচু শ্রেনীর মানুষের মাঝে যে তফাৎ তাহাই এখানে দেখা যায়। তথাকথিত শ্রেনী বৈষম্যের অর্থে নয়, কিন্তু নিচু শ্রেনীর মানুষ যখন উচ্চ শ্রেনীতে অবস্থান তরিত হয় তখন ফেলে আসা প্রাক্তন শ্রেনী ও বর্তমান শ্রেনীর সংগে তার যে সংকট হয় এই গল্পে তার রূপ দেখা যায়।

" নয়ন চারা " ।

কলকাতা, পূর্বাশা, ১৩৫১।

৫৭ পৃঃ ।

এই গল্পটি ১৩৫০-এ মন্বন্তরের মানচিত্র - দুর্ভিক্ষ ও দুঃখের গল্প। "নয়ন চারা" একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামের দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকের জীবন যাত্রা থেকেই এই কাহিনী রচিত।

Dhaka University Institutional Repository

নাটক ঃ

" তরঙ্গ ভঙ্গ " ।

ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৩৭১ ।

৮৬ পৃঃ ।

এই নাটকে ন্যায় এবং অন্যায়ের দ্বন্দ্ব দেখা যায় । এই দ্বন্দ্ব ভয়াল এবং উত্তাল শ্রেনী বিন্যস্ত সমাজে । সামাজিক পটভূমে অন্যায়কে যে ন্যায় রূপে মেনে নিতে হয় এবং সমাজের চাপে অন্যায়ের বিপক্ষে সোচ্চার হয়ে বিবেককে পরাস্ত হতে হয় তাহাই স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে এই নাটকে ।

" বহিপীর " ।

ঢাকা, গ্রীন বুক হাউস, ১৯৬২ ।

৬২ পৃঃ ।

এই নাটকে দেখা যায় সত্য মিথ্যের তীব্র লড়াই । চরিত্রের একজন মিথ্যেবাদী, অপর-জন মিথ্যে বাদীর মুখোমুখী । একজন জমিদার অন্যজন পীর । মিথ্যে আর ভন্ডামী সমাজকে যে কি ভাবে কলুষিত করে তাহাই প্রস্ফুটিত হয়েছে এই নাটকে । এটা একটা সামাজিক নাটক ।

" সুড়ঙ্গ " ।

ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪ ।

৭০ পৃঃ ।

এই নাটকটি একটি পারিবারিক গুপ্তধন নিয়ে রচিত । গুপ্তধনের লোভে উন্মত্ত হচ্ছে জইপো এবং জইপোর বন্ধু, বিশ্বাস ঘাতকতা তাদের হাতিয়ার । একটা বিশ্বাসহীন আব-হাওয়ার মধ্যে ঘটনা ঘটেছে । এই বিশ্বাসহীনতার উন্মীলন ঘটছে একটি কিশোরীর বিবাহের সময়ে । কিশোরীটি জানে গুপ্তধন নেই, এটা একটা মিথ্যা ; মিথ্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে লোভ, লালসা, ছলনা ।

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ ঃ

Lal Shalu / Urdu translation of Lal Shalu / tr. by Kalimullah Pakistan writers Guild, Karachi, 1960.

La arbre Sans racines / French edition of Lal Shalu / tr. by, Anne-Marie Thibaud. Edition du Seuil, 27 rue Jacob, Paris VI, 1963.

Tree without Roots / English translation of Lal Shalu / tr. by, Qaiser Saeed, Anne-Marie Thiband, Jeffrey Gibian and Malik Khayyam, chattu and Windua Ltd. 42 William IV Street, chattu and Windus Ltd. 42 William IV Street, London, UK; Clarke, Irwin & Co. Ltd., Toronto, Canada, 1967.

অপ্রকাশিত ঃ

The Ugly Asian (রাজনীতি সমাজনীতি প্রধান গ্রন্থ)

No Amaranth ('চাঁদের অমাবস্যা'র অনুবাদ)

How Does One Cook Beans : An Asian's Adventure in France

(রসাত্মক রচনা)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার ঃ

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ একজন ব্যতিক্রম ধর্মী ও দুর্লভ গুনে গুনান্বিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খুব বেশী সংখ্যক বই যদিও লিখেননি তবে যে কয়গুলো বই লিখেছেন তার প্রত্যেকটি বই-ই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পুর্ন ছিল। তিনি সমাজের তথা মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন সুক্ষ্মদিককে নিপুন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন।

সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার, গ্রাম্য মানুষের সরল বিশ্বাস, মানুষের অস্তিত্বের সমস্যা ও সম্ভাবনাময় জীবনের ভিতর ও বাহির পাপ-পুর্ন, প্রেম-ভালোবাসা, হিংসা প্রতিহিংসা প্রভৃতি নানা মৌলিক বিষয়কে দার্শনিকের দুরদৃষ্টিতে নিপুন্যে উপস্থাপিত করেছেন। যা সমাজের বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপুর্ন ভুমিকা পালন করেছে।

বাঙালী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গুরুত্বপুর্ন অবদান অনস্বীকার্য। সুতরাং " সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবনী সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী" এর গবেষণামুলক পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট :

কবিতা :

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর রচিত মাসিক "সওগাত" এ একটি কবিতা ও দ্বিমাসিক মৃত্তিকায় একটি কবিতা প্রকাশিত হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১

" প্রকল্প "

দিগন্তপ্রান্ত ঘিরে যে - মানব আজি এ গোধুলী বেলায়
প্রসারি হস্তাঙ্গুলী ঘুর্ণমান তারার মালায়
উন্মীলিত দৃষ্টি মেলি অনুহীন চিহ্নহীন পুর্ণ শূন্যতায়
দাঁড়ালো জীবন্ম - স্থিরতায়
করেনু - বিশালতায়,
সুবশ সুদৃঢ়তর
তীক্ষ্ণ উন্নত নাসা
জ্যোতিদীপ্ত তন্ময়াশা
সে - মানবকে চিনি আমি চিনি :
জানি তারে চির দিন জানি ।

মাসিক সওগাত, কলকাতা, ২৫শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪৯ ।

Dhaka University Institutional Repository

২.

" তুমি "

অবশেষে তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখছি
কারন, তুমি আমার আমি।
নারিকেল মাথার মতো তোমার মাথার গড়ন,
- তেমনি চ্যাপ্টা, পিচ্ছিল ও কালো।
নাকটি তোমার টিয়ার ঠোঁটের মতো,
- তেমনি বাঁকা, শক্ত আর তীক্ষ্ণ।
পা দুটি তোমার বকের পায়ের মতো,
- তেমনি সরু, দীর্ঘ ও ঠ্যাঙ ঠেঙে :
এবং সে - সরু পা দুটি দিয়ে তুমি হাঁটো উটের হাঁটা,
অথচ ক্যাশীরু - নিতম্ব নিয়ে বসো হাতীর বসা। ---
তুমি যখন হাসো, তখন মনে হয় যেন,
কাকাতুয়া তার বিচিত্র হাসি হাসছে,
আর কাঁদো যখন তখন মনে হয়,
আস্ত ধাড়ী একটা শিম্পাঞ্জী বুঝি কাঁদছে।
তোমার মনে সন্দেহের মেঘ ঘনিয়ে এলে
জিরাফের মতো গলা উঁচিয়ে
তুমি তাকাও এধার - ওধার,
এবং কোন হাল করে ধরা পড়ে গেলে
তুমি কচ্ছপের মতো হঠাৎ
তোমার মাথাটি গুটিয়ে আনো,
মাথাটি গুটিয়ে আনো
আর ছাগলের মতো উদাসীন ক'রে তোলো তোমার চোখ।
হিংসায় তোমার অন্তর ঘননীল হোয়ে ওঠে,
তখন তোমার শাদা দাঁতগুলো

Dhaka University Institutional Repository

বাঘা - হাঙরের মতো হিংস্র হ'য়ে ওঠে,
আর নেকড়ের চোখের মতো
দপ ক'রে জ্বলে ওঠে তোমার চোখ।
কোন রক্তের সন্ধান পেলে
বকের মতো দুর্বল তোমার পা দুটোতে
আশ্চর্য শক্তি এসে পড়ে -
তুমি ছুটতে থাকো চিতার মতো।
আবার, তোমার আঁতে যখন ঘা লাগে,
তখন তুমি ব্রাজিল দেশের হাউলার - বানরের মতো
দুর্দান্ত মুখর হয়ে ওঠো। ---
তবু, তোমাকে যে আমি ভালোবাসি,
এ - কথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষনা করতে আমার লজ্জা নেই।

তোমাকে আংশিক ভাবে পেতে চাইলে
আমি যাই চিড়িয়াখানায়।
সেখানে তোমাকে পাই,
আর পাই যুগ্ম ভাবে এ - মেয়ে ও সে - পুরুষের মাঝে,
(কারন তুমি পুরুষ ও নারী দুই-ই তো বটে।)
এখানে - সেখানে এ-দেশে সে-দেশে,
কিন্তু সম্পূর্ন ভাবে পাইনে কখনো,
কারন তোমার পূর্ন মূর্তি নেই এই পৃথিবীতে।
আদিকাল থেকে মানুষেরা তোমাকে
লুকিয়ে রাখার চেষ্টায় আছে,
(তারা তোমার সকল মূর্তিই ভালোবাসে।)
এবং সে-চেষ্টা সভ্যতার সাথে - সাথে
আরো যেন প্রকট হ'য়ে উঠছে :
তোমাকে আবৃত করবার প্রচন্ড প্রয়াস

Dhaka University Institutional Repository

এ - সভ্যতা --- যা আসলে অসভ্যতা।
(হায় তোমাকে বুঝি বাঁচানো গেলোনা।)
কিন্তু ভয় পেয়োনা,
তোমাকে আমি প্রকাশ করবোই।
শুধু ভাবে না পারি, বিপ্লব ক'রে প্রকাশ করবো।
তোমার সঠিকার মূর্তি আমি দেখতে চাই
এবং সবাইকে দেখতে চাই,
যতোই তুমি কিম্ভূতকিমাকার হওনা কেন।

দ্বিমাসিক 'মৃত্তিকা' ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা গ্রীষ্ম ১৩৫০, কলকাতা

Dhaka University Institutional Repository

"পত্রাবলি"

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ তাঁর বন্ধুদের কাছে সাহিত্য সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে সুদূর প্রবাসে থেকেও সব সময় চিঠি লিখতেন এবং চিঠির মাধ্যমে তাঁদের সংগে যোগাযোগ রাখতেন। তাঁর লেখা সেই সব চিঠি পত্রের মধ্যে দু'একটি আমি এখানে তুলে ধরছি।

106 Quai Louis Bleriot
Paris 16
9.6.64.

শওকত

আশা করি নওরোজ কিতাবিস্তান "চাঁদের অমাবস্যা"র এক কপি তোমাকে পাঠিয়েছে। পড়বার সময় পেলে পড়। তোমার মতামত জানবার জন্যে উদগ্রীব রইলাম।

জরুরী কথা। দু-বছর আগে বলেছিলে তোমার কাছে আমার কতগুলো ছোট গল্প আছে। তার একটা লিস্ট পাঠাতে পারবে কি? শীঘ্র একটা সংকলন বের করতে চাই। তাই দরকার।

তারপর আরেকটা খবর। মনে হয় তুমি বলেছিলে, "নয়ন চারা"র এক কপি তোমার কাছে কিংবা তোমার জানাশোনা কারো কাছে আছে। বহুদিন আমার হাতে তার কোন কপি নাই। কারো কাছে আছে বলেও জানিনা। তোমার পক্ষে সেই কপিটি রেজিস্টার করে পাঠানো সম্ভব হবে কি? যদি পার তবে তোমার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ থাকবো।

আমার টাইপ রাইটার এখনো আসেনি। তবে দু-এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে।

শীঘ্র পত্রের উত্তর দিয়ো। আশা করি ভালো আছো। আমরাও। একটি ছেলে হয়েছে। নাম ইরাজ।

ইতি

সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

প্রযত্নে-এস, ডি, ও, (সেস)
ময়মনসিংহ,
২৪-২-৪৩

প্রিয় কাজি সাহেব,

গতকাল আপনার কার্ডটি পেয়ে এবং বর্তমানে আপনি সওগাত সম্পাদনা করছেন জেনে খুশী হলাম। সওগাতের জন্য আমি দু'একদিনের মধ্যে গল্প পাঠাচ্ছিলাম, সেট আজই পাঠিয়ে দিলাম। (এটার আয়তন আগে থেকে ভেবে আমার সাধ্য মতো সংক্ষিপ্ত করেছি।) মৃত্তিকার জন্যও একটি ছোট গল্প (প্রবল হাওয়া ও আউ গাছ) পাঠিয়ে রাখলাম। সওগাতের সম্পাদনা করছেন, আশাকরি আপনার হাতে (অন্ততঃপক্ষে ২/৩ মাসের জন্য) তার ষ্টান্ডার্ড উঁচু হবে। তবে গত মাসে (মাঘ) দুটি ইস্কুল-মেগাজেনী গল্প দেখলাম, দু'জন মহিলার লেখা। ও-সব ছাপলে পত্রিকার ষ্টান্ডার্ড নিচু হয় না কী? (অবশ্য আমার বিশ্বাস সে-সংখ্যার ব্যবস্থা ------- করে দিয়েছিলেন।)

আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। সাহিত্যিক-মহল আমি বরাবরই এড়িয়ে চলি, কিন্তু আপনাদের মতো দুয়েকজন সাহিত্যিকদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সৌভাগ্য কামনা করি।

আশা করি ভালো আছেন। আদাব আরজ।

ইতি
ভবদীয়
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্।

কাজি আফসারউদ্দিন আহমদ (১৯২১-২৭ মার্চ ১৯৭৫) ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, প্রাবন্ধিক ও শিশু-সাহিত্যিক। ১৯৬৬ সালে 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' পান। '৪৭-পূর্বকালে কলকাতা থেকে দ্বিমাসিক 'মৃত্তিকা' প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

DÉPARTEMENT
DES HAUTS-DE-SEINE

VILLE de MEUDON

EXTRAIT D'ACTE DE DÉCÈS

Année 1971
N° 365

Le dix octobre mil neuf cent soixante et onze
une heure est décédé
8 rue allée des Tilleuls : Syed WALIULLAH, né à Noakhali (Pakistan Oriental) le 10 Septembre 1922

fils de Syed Ahmadullah, décédé
et de A. Nessa KHATOON, décédée.
Epoux de Anne-Marie Louise Rosita Marcelle TIBAUD.

Dressé le onze octobre mil neuf cent soixante et onze
à seize heures trente sur la déclaration de Jean Claude YOUCF, 31 ans, Préposé aux Pompes funèbres, 32, rue de la République à Meudon.

qui, lecture faite, a signé avec Nous Marthe Marie Blanche DEMASCHE épouse HAMELIN, Adjoint au Maire de Meudon, Officier de l'Etat Civil par délégation./.

Meudon, le treize octobre mil neuf cent soixante et onze

POUR EXTRAIT CONFORME
Le Maire,

Attested
[illegible]
THIRD SECRETARY
১৫/৭/৭৮

[সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌-বিষয়ক একটি মরণোত্তর সার্টিফিকেট ।]

Dhaka University Institutional Repository

[সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিয়ের কাবিন নামা]

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

-ঃ গ্রন্থপঞ্জী ঃ-

ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ	লালসালু, ঢাকা, কথা বিতান, ১৯৬০। ১৪৮ পৃঃ।
ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ	কাঁদো নদী কাঁদো, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৮। ২৬২ পৃঃ।
আবুল মকসুদ, সৈয়দ	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর জীবন ও সাহিত্য ১ম খন্ড, ঢাকা, মিনার্ভা বুকস্, ১৯৮১। ৩৬৭ পৃঃ। ২য় খন্ড - ১৯৮৩। ৩৩৯ পৃঃ।
ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ	চাঁদের অমাবস্যা, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৪। ১৮০ পৃঃ।
ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ	নয়ন চারা, কলকাতা, পূর্বাশা, ১৩৫১। ৫৭ পৃঃ।
ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ	দুইতীর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৬৭। ১৪০ পৃঃ।
মনজুরে মওলা (সম্পা)	উত্তরাধিকার, সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহকে নিবেদিত সংখ্যা, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪। ১৪৯ পৃঃ।
ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ	তরঙ্গ ভঙ্গ, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৩৭৯। ৮৬ পৃঃ।
ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ	বহিপীর, ঢাকা, গ্রীনবুক হাউস, ১৯৬২। ৬২ পৃঃ।
ওয়ালী উল্লাহ, সৈয়দ	সুড়ঙ্গ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৬৪। ৭০ পৃঃ।

Dhaka University Institutional Repository

-ঃ নির্ঘন্ট ঃ-

	পৃষ্ঠা
বনেদী	১
সৈয়দ আহম্মদ উল্লাহ	১
অ্যানমারি	২
ইরাজ	২
সিমিন	২
আজিজা মোহাম্মৎ নাসেরিন	২
চিত্রা	৩
ভোরের আলো	৩
দহরম মহরম	৩
শানিত	৩
চিনসুরা	৫
হাউস সিস্টেম	৫
ভোরের আলো	৫
কম্যুনিষ্ট	৫
হঠাৎ আলোর ঝলকানি	৬
দি ইন্ডিয়ান মুসলমান	৭
কনটেক্সরারী	৭
বন	৮
বাদ গোডেসবার্গ	৮
প্রোগ্রাম স্পেশালিষ্ট	৯
মোঁদ	৯
পোট্রেট	১১
চাঁদের অমাবস্যা	১২
শিশুর জীবন	১২
গোল্ড ফ্লেক	১৩

Dhaka University Institutional Repository

—ঃ নির্ঘন্ট ঃ—

	পৃষ্ঠা
মিসেস বাকী	১৪
কামু, সার্ত	১৫
দুইতার	১৬
তুলাকু চানী	১২
আদমজী	১৬
ঘষামাজা	১৮
স্টেটসম্যান	২০
মানসাবু	২০
মনোজ্ঞম	২১
ইউরিয়াজ	২৩
আনপস্	২৩
সামন্ত বুর্জোয়া	২৩
টুপি	২৪
কমেডি	৩০
মারেং	৩১
নষ্টালজিয়া	৩১
ভনাজন	৩৬
মাওসেতুং	৩৮
আয়োনেক্স	৩৮
আঁদ্রেমালরো	৩১
মোঁদ	৪০
স্মৃতি – সত্ত	৪১
আঁকে	৬০
কিচ্চকিমাকার	৬১
কাকাবুরা	৫১

TH- 320103
THESES
DHAKA UNIVE... LIBRARY